বাদশা ও বীরবলের গল্প



৪.৪

বাদশা ও বীরবলের গল্প

১১৮৮

"ভারতের নারী", সম্পাদক, "সচিত্র শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা", "ভারতপুরুষ-
"শ্রীঅরবিন্দ", "ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঃ কণিকা চ্যাটার্জি

ছেপেছেন ঃ
শ্রীঅসীম দে
প্রিণ্ট এ্যাণ্ড ব্লক কনসার্ন (প্রিণ্টার্স),
২৮, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০২

বেঁধেছেন ঃ
বসু ভট্টাচার্য্য এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

কেন এই বই ?

বর্তমানে আমাদের শিশুসাহিত্যে এত তরল এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে যা কিশোর-পাঠকদের উপযোগী আদৌ নয়। সুলভ বিলিতি য়্যাডভেঞ্চার অথবা আজগুবি রহস্যমূলক বই পড়ে তাদের কোনো মানসিক উৎকর্ষই সাধিত হতে পারে না।

ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি প্রখর হয়, নির্দোষ পরিহাসে তারা সুনিপুণ হয়ে ওঠে, এইজন্যই বীরবলের প্রচলিত বহু গল্প থেকে নির্বাচন করে এই পঞ্চাশটি গল্প তাদের হাতে তুলে দিলাম। বীরবলের সঙ্গে পরিচিত হতে ছোটদের বাধা নেই, সরস বুদ্ধির চর্চার জন্যে এমন সুরসিকের সঙ্গ কিশোরদের পক্ষে আনন্দদায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

এদেশের শিশু-সাহিত্যে বীরবলের এই অনুবাদ সম্ভবত প্রথম। এই অনুবাদের জন্য আমি কেমব্রিজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সি. এ. রাইল্যাণ্ডস-সম্পাদিত "TALES OF BIRBAL" নামক প্রামাণ্য বই থেকেই সাহায্য নিয়েছি। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য বললেই হয়।

বৈশাখ
১৩৬১

গ্রন্থকার

সূচীপত্র



বীরবল কে?

অনেক দিন আগের কথা—আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে। বাদশা আকবর তখন দিল্লীর সিংহাসনে। সম্রাট আকবরের দরবারে রোজ বস্‌তো নবরত্নের সভা। ফৈজী, আবুল ফজল, রাজা মানসিংহ, তোডরমল, বীরবল, কবি গঙ্গ, তানসেন, খানখানান ও মোল্লা দো-পিয়াজা—এই নয়জন জ্ঞানী-গুণীকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল নবরত্ন সভা। আর এই নবরত্নের মধ্যে সব চেয়ে সেরা ছিলেন বীরবল। বীরবল ছিলেন বাদশার খুব প্রিয় : তাঁকে নইলে আকবরের একটি দিনও চলতো না। সম্রাট তাঁর গুণের মর্যাদা স্বীকার করে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন।

খুব মজার মানুষ ছিলেন রাজা বীরবল। যেমন প্রখর ছিল তাঁর বুদ্ধি তেমনি ছিল তাঁর বীরত্ব। সম্রাটের অনেক যুদ্ধে তিনি তাঁর সেনাপতির কাজ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি মারা যান। রাজা বীরবলের মতো গুণীকে হারিয়ে আকবর খুব শোকার্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—"বীরবল

নেই, আমার নবরত্নের আর সে-জৌলুষও নেই।" এমনি মুগ্ধ ছিলেন বাদশা বীরবলের রসিকতায় এবং তাঁর মাজিত পরিহাসে। বীরবলের রসিকতা এবং তাঁর আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আকবর এমনি খুশি হয়েছিলেন যে, দরবারে তিনি তাঁকে খুব সম্মানের পদ দিয়েছিলেন।

রাজা বীরবল ছিলেন একজন সামান্য ব্রাহ্মণ। হামিরপুর জেলার কান্যকুব্জে ছিল তাঁদের বাড়ি। প্রথম জীবনে তিনি অম্বরের রাজা ভগবানদাসের সভা-কবি ছিলেন। অম্বর-রাজ দিল্লীর বাদশাকে উপঢৌকন হিসাবে বীরবলকে প্রদান করেন। দিল্লীতে এসে বীরবল সম্রাটের খুব প্রিয় হয়ে উঠ্‌লেন; তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধির কাছে সকলকেই হার মানতে হতো। তেমনি উপভোগ করতো সকলেই বীরবলের রসিকতা। বুদ্ধির লড়াইয়ে বীরবল চতুর বাদশাকে পর্যন্ত হার মানিয়ে দিতেন। ইতিহাসে তাই বাদশা আকবর ও বীরবল—দু'জনই অমর হয়ে আছেন। পরিহাস-রসিক বীরবলের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় তোমরা পাবে এই গল্প কয়েকটির মধ্যে।



(১)

নিখুঁত ছবি

আকবরের সময়ে কোন এক শহরে একজন চিত্রকর বাস করতো। ছবি আঁকিতে তার জুড়ি ছিল না। এক একখানা ছবির জন্যে সে দাম চাইতো পাঁচ হাজার টাকা। তাহতেই বুঝতে পারো কত বড় ছবি-আঁকিয়ে সে ছিল।

একবার এক দেবদূত এলেন তার কাছে মানুষের ছদ্ম-বেশে। আগন্তুক চিত্রকরকে বললেন—"তুমি যদি আমার একখানা ছবি নিখুঁতভাবে এঁকে দিতে পারো, তাহলে তোমার পারিশ্রমিকের পাঁচগুণ টাকা বেশি দেব তোমাকে।"

চিত্রকর তো খুব খুশি। সে রাজী হলো। খুব মন দিয়ে সেই ভদ্রলোকের ছবি আঁকলো। ছবি আঁকা শেষ হলে পরে, সে ভদ্রলোকটিকে ডেকে পাঠালো ছবিখানা একবার দেখবার জন্যে। ভদ্রলোক এসে খুব মন দিয়ে দেখলেন ছবি। বললেন—"হ্যাঁ, ভালই হয়েছে, তবে একটা খুঁৎ রয়ে গেছে। কানটা ঠিক হয়নি।"

চিত্রকর দমল না। আবার সে আঁকতে বসলো আর একখানা ছবি। খুব যত্ন করেই সে আঁকলো। ভদ্রলোক এবারও একটা খুঁৎ বের করলেন—হাতটা ঠিক হয়নি। এইভাবে বার বার পাঁচবার সে পাঁচখানা ছবি আঁকলো আর পাঁচবারই ভদ্রলোক পাঁচটা খুঁৎ বের করলেন। দুঃখে অপমানে শিল্পী আত্মহত্যা করবে ঠিক করলো। যমুনার জলেই সে ডুবে মরবে।

যখন সে যমুনার তীরে এসে পৌঁছলো, সেইখানে বীরবল নামে জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কী জন্যে সে ডুবে মরবে—বীরবল এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর তখন তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললো।

—"ও, এই ব্যাপার! তুমি কিছু ভেবো না। ভদ্রলোকের একখানা নিখুঁত ছবি আমি এঁকে দেব। কাল সকালে তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেও", বললেন বীরবল।

চিত্রকর খুব খুশি হলো বীরবলের কথা শুনে। পরের দিন সকাল বেলায় চিত্রকর বীরবলকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লো সেই খরিদ্দারের কাছে। পথিমধ্যে বীরবল একখানা বড় আয়না কিনে নিলেন। ভদ্রলোক তাঁর ছবির জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন।



"আপনার ছবি তৈরি," বললেন বীরবল। এই কথা বলে তিনি তাঁর সামনে ধরলেন সেই আয়নাখানা। আয়নার পরিষ্কার কাঁচের ওপর প্রতিবিম্বিত হলো তাঁর চেহারা।

অবাক হয়ে তিনি দেখেন আর ভাবেন—হ্যাঁ, এবার নিখুঁত ছবি হয়েছে। চিত্রকরকে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত টাকা দিয়ে দিলেন। চিত্রকর চলে গেলে পরে বীরবল তাঁকে প্রণাম করে বললেন—"আপনি নিশ্চই কোনো দেবদূত হবেন। আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না।"

দেবদূতটি বীরবলের বুদ্ধি দেখে খুবই চমকৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি তখন তাঁকে নিজের মূর্তিতে দর্শন দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। দেবদূতের আশীর্বাদে বীরবলের প্রতিভা আরো খুলে গেল এবং সারা দেশে তাঁর বুদ্ধির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যেরও পরিবর্তন হলো। তিনি বাদশার দরবারে স্থান পেলেন—পেলেন মর্যাদার আসন।

---

(২)

৬০ দিনে মাস

একদিন আকবর ছিলেন ছুটির মেজাজে। বীরবলকে বললেন—"শুনেছ বীরবল, আজ থেকে নতুনভাবে মাস গণনা শুরু হলো—ষাট দিনে মাস হবে এখন থেকে।"

—"সম্রাট, এ খুব ভালো ব্যবস্থাই হলো। আমি এতে খুব খুশি।"

"—কী রকম? জিজ্ঞাসা করেন বাদশা। তিনি ভেবেছিলেন, বীরবল এর ঠিক জবাব দিতে পারবেন না।

—"এই ব্যবস্থায় মাসের মধ্যে ত্রিশ দিনই তো চাঁদের আলো থাকবে। এই ত্রিশ দিনই আমরা চাঁদনী রাতের আনন্দ উপভোগ করতে পারবো।"

এই রকম সুন্দর উত্তর শুনে সম্রাট নিরুত্তর হলেন।

---

(৩)

কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ

একদিন বাদশা বীরবলকে বললেন—"বীরবল, তুমি তো খুব বাহাদুর লোক। আমাকে এমন দুটো প্রাণী এনে দিতে পারো যাদের মধ্যে একটাকে বলা যেতে পারে কৃতজ্ঞ আর অপরটাকে বলা যেতে পারে অকৃতজ্ঞ।"

বাদশার ফরমাশ শুনে বীরবলের তো চক্ষুস্থির। আকবরের যত আজগুবী ফরমাশ। বীরবল মাথা চুলকোতে

লাগলেন। বুদ্ধিমান্ বীরবল এবার জব্দ হয়েছেন দেখে আর সব পারিষদেরা হাসাহাসি করে। আকবর রেগে আগুন। হুকুম দিলেন—হ্যালকের মধ্যেই যদি তিনি এর জবাব না পান তাহলে বীরবলের মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত।

অবস্থা সঙ্গিন। বীরবলের শত্রুরা খুশি। জবাব দিতে না পারলে বীরবলকে এবার মরতেই হবে। বাদশার হুকুম রদ্ হবার নয়। সেদিনের মতো সভাভঙ্গ হলো। বীরবল বাড়ি ফিরে গেলন। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি—কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

বীরবলের মেয়ে রঙ্গিলা ছিল খুব বুদ্ধিমতী। বাবাকে বিষণ্ণ দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে? বীরবল সব কথা খুলে বললেন মেয়েকে। রঙ্গিলা শুনে উত্তর দিলো—"এ আর এমন কি শক্ত। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। কাল সকালেই আমি তোমাকে এর জবাব দেব।"

বীরবল আশ্বস্ত হলেন। দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল তাঁর বুক থেকে। কারণ রঙ্গিলার প্রখর বুদ্ধির ওপর তাঁর নিজের খুব বিশ্বাস ছিল।

পরদিন সকাল বেলায় বীরবল যখন দরবারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন রঙ্গিলা এসে তাঁকে বললে—"বাবা, দরবারে যাবার সময় তোমার জামাই আর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।" মেয়ের এই কথার মধ্যেই বীরবল সম্রাটের

প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। জামাই আর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি দরবারে এসে হাজির হলেন।

পারিষদেরা অপেক্ষা করছিল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটা কুকুরকে দেখে তারা ভাবলে নিশ্চয়ই বীরবলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাদশাও খুব বিচলিত



হলেন দরবারে কুকুর দেখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বীরবল, এনেছ না কি সেই দু'টি প্রাণী?" আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ করে বীরবল বললেন—"সম্রাট, এই তো আপনার সেই জিনিস।" এই বলে তিনি তাঁর জামাই আর

কুকুরটাকে দেখিয়ে দিলেন। বাদশা তো রেগে আগুন। বললেন—"তুমি কী আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

—"ঠাট্টা! না, সম্রাট, আমি ঠাট্টা করছিনে। দয়া করে শুনুন, আমি যা বল্‌ছি। প্রাণী দু'টির একটি হলো আমার জামাই। পৃথিবীতে এই জামাইরা এমনই প্রাণী যে এদের হাজার আদর-যত্ন করুন, উপঢৌকন দিন, এরা কিছুতেই আপন হয় না—এরা চিরদিনই অকৃতজ্ঞ। অন্যদিকে এই যে কুকুর দেখছেন, এ যেন কৃতজ্ঞতার অবতার। মনিবের সুখ-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, এ সব সময়ই তার মনিবের পাশে থাকে, কিছুতেই তাকে ত্যাগ করে না। কুকুরের মতো কৃতজ্ঞ প্রাণী পৃথিবীতে বিরল।"

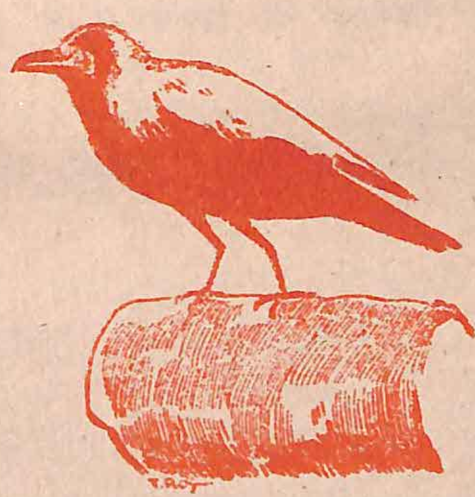
বাদশা খুশি হলেন বীরবলের কথায়। তখনই তিনি হুকুম দিলেন জামাইটির গর্দান নেবার জন্যে, কারণ তাঁর রাজত্বে অকৃতজ্ঞ প্রাণীর বাস নিষিদ্ধ। জল্লাদ এল বাদশার হুকুম তামিল করতে। অমনি বীরবল বলে ওঠেন, "সম্রাট, সবুর করুন। আপনার এই হুকুম তো আমাদের সকলের ওপরই হওয়া উচিত। ভেবে দেখুন, এই দরবারে যাঁরা এখন উপস্থিত আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কারো না কারো জামাই।"

বাদশা বীরবলের এই বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

(৪)

কাক গোণা

একদিন বাদশার ইচ্ছা হলো দিল্লী শহরে কত কাক বাস করে, তার একটা হিসাব নিতে হবে। তিনি বীরবলকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকেই এই কঠিন কাজের ভার দিলেন।



বীরবল বললেন, "সম্রাট, ও আমি আগেই গুণে ঠিক করে রেখেছি। দিল্লী শহরে মোট ছ'হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটা কাক আছে।"

এমন সঠিক হিসাব পেয়ে আকবর বিস্মিত হলেন। বললেন—"এর যদি কম-বেশি হয় ?"

"তাতে কিছু যায় আসে না, সম্রাট। যদি গণনায় দেখেন যে, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে কাকের আত্মীয়-স্বজন কিছু এসে থাকবে ; আর যদি দেখেন, সংখ্যা কমে গেছে, তাহলে মনে করবেন যে, এখান থেকে কিছু কাক বাইরে কোথাও তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য চলে গেছে।"

বাদশা বীরবলের এই উপস্থিত-বুদ্ধিতে খুব খুশি হলেন।

---

(৫)

হাতী কিম্বা গায়ক

একবার দু'জন গায়ক এসে সম্রাট আকবরকে গান শুনিয়ে খুব খুশি করলে। তাদের নাম লাদ ও কাপুর। গান শুনে বাদশার এমন ভাল লাগলো যে, তিনি তাদের দু'জনকে একটা হাতী পুরস্কার দিলেন।

নাম-করা গাইয়ে হলে হবে কি, আসলে লাদ ও কাপুর ছিল খুবই গরীব। নিজেরাই খেতে পায় না, হাতীর খোরাক তারা জোটাবে কোথা থেকে? তবু বাদশার ইনাম —সে তো ফিরিয়ে দেবার সাহস তাদের নেই। হাতী তা নিয়ে এলো এবং তার পেছনে অনেক টাকা খরচও করতে লাগলো। কিন্তু যখন তাদের টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে এলো, তখন তাদের ভাবনা হলো, হাতীকে এখন খাওয়াবে কি করে?

অনেক চিন্তার পর তারা দু'জনার মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, "যদি আমরা আর বেশি দিন হাতীটাকে পুষি, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভিক্ষা করে খেতে হবে। কিন্তু হাতীর কবল থেকে এখন মুক্তি পাই কী করে? এ বাদশার দান, বিক্রী করাও যায় না, আবার কাউকে দেওয়াও যায় না।"

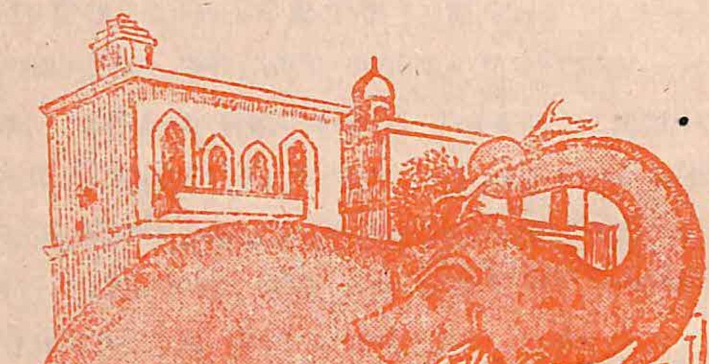
লাদের একটু বেশি বুদ্ধি ছিল। সে বললে—"এক কাজ করলে হয় না, যাতে আমাদেরও মান থাকে আর হাতীকেও পুষতে হয় না।"

কাপুর জিজ্ঞাসা করে—"সে কী রকম?"

"যদি আমরা হাতীটার গলায় একটা ঢাক আর একটা তারের বাজনা বেঁধে, ওকে ছেড়ে দিই, তা হ'লেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।"

মতলবটা কাপুরের পছন্দ হলো। তারপর তারা দু'জনে

মিলে হাতীটার গলায় ঢু'টো বাজনা বেঁধে দিয়ে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিলে। হাতী তো ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তার উৎপাতে শহরের লোকজন খুব



ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। তারা বাদশার কাছে নালিশ করলে। বাদশা রেগে হুকুম দিলেন শহর-কোতোয়ালকে—"খুঁজে বার করো এই হাতীর মালিক কে"

খোঁজ-খবর নিয়ে কোতোয়াল জানতে পারলো যে, এটা সেই হাতী বাদশা স্বয়ং যেটা লাদ ও কাপুরকে পুরস্কার-স্বরূপ দিয়েছিলেন। তখুনি আকবর তাদের দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা হাতীটাকে এইভাবে ছেড়ে দিয়েছে।

তারা বললে—"হুজুর, আমরা পুরো এক বছর হাতীটাকে পুষেছি এবং তাকে খুব ভালো গান শিখিয়েছি। এখন সে গান শিখেছে বলে আমরা তার গলায় যন্ত্র বেঁধে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। সে আপনার রাজ্যে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে এবং গান শুনিয়ে লোককে আনন্দ দেবে। এইভাবে সে নিজের খরচ চালিয়ে নেবে আর যদি পারে আমাদেরও কিছু দিয়ে সাহায্য করবে।"

বাদশার পাশে বসেছিলেন বীরবল। তিনি লাদ ও কাপুরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন। বাদশা চাইলেন বীরবলের মুখের পানে। বীরবল বললেন—"ঠিক কথাই বলেছে ওরা সম্রাট। আপনারই ভুল হয়েছে। হাতী দিলেন কিন্তু হাতীর খরচ জোগাবার ব্যবস্থাটাও তো করা উচিত। ওদের একখানা গ্রাম বখশিস্ দিয়ে দিন।"

বাদশা তখন বীরবলের কথামত কাজ করলেন।

---

(৬)

দোষী কে ?

বাদশা বীরবলকে খাতির করেন, ভালবাসেন। এর ফলে দরবারে তাঁর শত্রু বড় কম ছিল না। তারা সব সময়ই চেষ্টা করতো তাঁকে জব্দ করতে। বীরবল লোকের কাছ থেকে ঘুষ নেন, তিনি সরকারি তহবিল তছরূপ করেন, তিনি লোককে অযথা কষ্ট দেন—এমনি ধরণের নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। বীরবল এসব শুনতেন আর মনে মনে হাসতেন ; কারণ তিনি জানতেন তিনি নিরপরাধ।

দরবারের কুচক্রীরা তাঁর অসাক্ষাতে আরো কত রকমের নিন্দা করতো। তারা বলতো—তাঁর স্বজাতি লোকদের ওপর বীরবলের পক্ষপাতিত্ব বেশি। এ-কথার মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য ছিল। তারা কেবল এইসব কথা বলে তাঁর বিরুদ্ধে বাদশার মনকে বিষিয়ে তুলতো।

এইসব অভিযোগের কথা শুনে বীরবলের খুব আনন্দ হতো এবং তিনি আরো প্রকাশ্যে তাঁর স্বজাতিদের সাহায্য করতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বীরবল বাড়িতে পূজো করছেন এমন সময় তাঁর একজন স্বজাতি ব্রাহ্মণ এসে উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চাইল। তিনি প্রকাশ্যে সেই ব্রাহ্মণটিকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তাঁর শত্রুরা যখন বাদশার কানে

সেই কথা তুললো, তখন বাদশা বীরবলকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। বীরবল ক্রমেই যেন তাঁর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন—মনে মনে ভাবলেন আকবর। তাঁর শত্রুরা খুব খুশি হলো।

বাদশার শমন পেয়ে বীরবল খুব সেজেগুজে দরবারে চললেন—যেন বিয়ে করতে চলেছেন। মুখে এতটুকু ভয় বা ভাবনার চিহ্ন নেই। দরবারে ঢুকে সিংহাসনের কাছে এসে বীরবল বাদশাকে সেলাম করলেন। আকবর বীরবলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর তিনি মনে মনে ভাবলেন, দোষী লোকের কখনও এমন হাসিভরা মুখ হতে পারে না। বীরবলের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখই বাদশাকে জানিয়ে দিল, দোষী কে?

---

(৭)

চতুর জবাব

একদিন রাতে বাদশা ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইচ্ছা, প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখা। বেড়াতে বেড়াতে তিনি যমুনার তীরে এলেন। দেখলেন

তিনটি স্ত্রীলোক সেখানে বসে কাঁদছে। তাদের কান্নার করুণ সুরে বিচলিত হয়ে বাদশা তাদের কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন তারা এইভাবে এখানে বসে কাঁদছে। প্রথমে তারা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, পরে বাদশার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তারা তাঁকে অভিবাদন জানালো।

প্রথম স্ত্রীলোক তখন বললে—"আমার স্বামী একজন চাষী। রোজ তাকে নদী পার হয়ে ক্ষেতে কাজ করতে যেতে হয়। লোকে বলে, যে সাঁতার কাটে, নদীতেই তার মৃত্যু ঘটে। এই আসন্ন বিপদের কথা ভেবেই আমি কাঁদ্ছি।"

দ্বিতীয়টি বললে, "আমার স্বামী রোজ রাতে চুরি করতে যায়। মাকড়সা যেমন তার জালে আট্‌কা পড়ে, আমার স্বামীও দেখ্‌ছি কোন্ দিন ধরা পড়ে প্রাণটি হারাবে। তাই আমি কাঁদ্ছি।"

তৃতীয় জন বললে, 'আমার স্বামী ধর্মের জন্য সংসার ছেড়ে চলে গেছেন; আমার জীবন বৃথা। তাই আমি কাঁদ্ছি।"

স্ত্রীলোক তিনটির কথা শুনে, বাদশা বাড়ি ফিরে গেলেন। পরের দিন সকাল বেলায় তিনি বীরবলের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। বীরবল দরবারে আসা

মাত্র আকবর তাঁকে বললেন, "কাল রাতে যমুনার ধারে আমি তিনটি স্ত্রীলোককে করুণভাবে কাঁদতে শুনলাম। বল্‌তে পারো, কেন তারা এইভাবে কাঁদ্‌ছিল ?"

বীরবল মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। তারপরে বললেন, "তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই তার স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্‌বিগ্ন। দ্বিতীয়টির স্বামী চোর, স্বামীর জীবন-হানির ভয়ে সে নিশ্চয়ই উদ্‌বিগ্ন। আর তৃতীয় স্ত্রীলোকটির স্বামী বিবাগী হয়ে চলে গেছে বলে বেচারার ভাবনার অন্ত নেই।"

বীরবল শুধু রসিকই নন, তিনি একজন দূরদ্রষ্টাও বটেন—এই কথা ভেবে বাদশার আনন্দের সীমা রইল না।

---

(৮)

যেমন কর্ম তেমনি ফল

একদিন বাদশা ও বীরবলের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল। আকবর বীরবলের কাছে জানতে চাইলেন, একজন রাজপুত্র, একজন ভিখারী, একজন ধনী, একজন দরিদ্র—দুনিয়াতে এই রকম পার্থক্য কি জন্যে হয়?

বীরবল বললেন, "সম্রাট, এ ভগবানের বিধান। তিনি ন্যায় বিচারক। যে যে-কাজ করে এসেছে তিনি তাকে ঠিক সেই কাজের ফল প্রদান করেন। মাঠে চাষা যে-রকম বীজ ছড়ায়, ঠিক তেমনি ফসল হয়। তেমনি মানুষও যে-রকম কর্ম করে, ঠিক তেমনি ফল পায়। এই-ই দুনিয়ার নিয়ম।"

বাদশা বীরবলের এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে খুব খুশি হলেন।

---

(৯)

বিশ্বপিতা

একদিন দরবারে এক পতিতা স্ত্রীলোকের পুত্রের বিচার হচ্ছিল। বাদশা বারবার স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, ছেলেটির পিতার নাম কি? অসহায় স্ত্রীলোকটি লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। বীরবলের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

"সম্রাট," বীরবল বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, আমি সত্যি কথা বলতে পারি। আপনিই এই ছেলেটির পিতা।"

দরবারশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। বীরবল বলেন কি ! এই রকম অপমানজনক কথা শুনে বাদশার তো রাগের সীমা পরিসীমা রইল না—এতবড় আস্পর্ধার কথা ! তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—"প্রমাণ কি ?"

"হে বিশ্বপিতা !" বীরবল উত্তর দিলেন, "দীনদুনিয়ার মালিক আপনি। আপনি দিল্লীশ্বর, আবার আপনিই জগদীশ্বর। তাহলে কি এই অনাথ বালকটি আপনার পুত্র নয় ?" বীরবলের এই উত্তর শুনে বাদশার মুখে আর কোন কথা নেই।

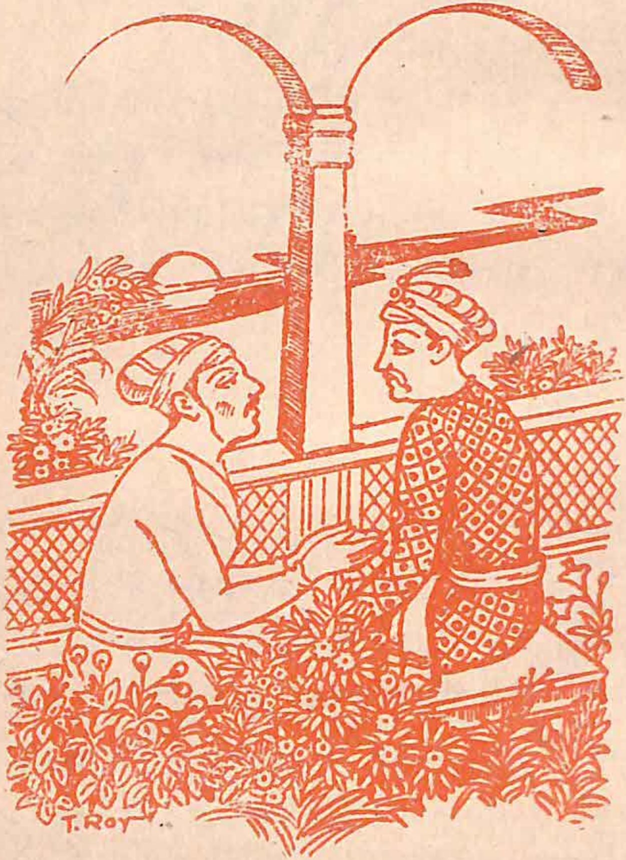
---

(১০)

সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় কেন ?

একদিন সন্ধ্যেবেলায় আকবর তাঁর উদ্যানে বসেছিলেন। উদ্যান-বাটিকার অলিন্দ থেকে তিনি দেখতে পেলেন যমুনার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে অস্তগামী সূর্যের শোভা। এমন সময় বীরবল সেখানে এলেন সম্রাটকে সঙ্গ দিতে। তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা হলো। তার ফাঁকে বীরবল

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা সম্রাট, বলতে পারেন, সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায় কেন?"



বাদশা উত্তর দিলেন—"এর ঠিক জবাব পেতে হ'লে তোমার একটি মূর্খের কাছেই যাওয়া দরকার।"

অমনি বীরবল বললেন—"সেইজন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি সম্রাট, এই প্রশ্নটি নিয়ে।"

বাদশা অপ্রস্তুত—তিনি দেখলেন যে, তিনি বীরবলের কাছে একেবারে বোকা বনে গেছেন। তাকে তিনি ক্ষমা তো করলেনই, উপরন্তু এই রকম সরলতাপূর্ণ উত্তরের জন্যে প্রচুর পারিতোষিকও দিলেন।

---

(১১)

বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বল

"বীরবল, বলতে পারো যুদ্ধের সময় কোন্ জিনিসের সব চেয়ে বেশি দরকার?" একদিন জিজ্ঞাসা করলেন বাদশা।

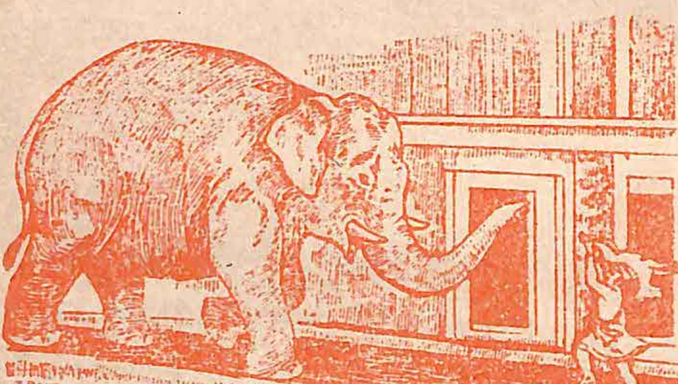
"বুদ্ধি।" উত্তর দিলেন বীরবল।

"যুদ্ধের সময় বুদ্ধি কী কাজে লাগবে—যদি অস্ত্র না থাকে?" বললেন আকবর।

"আজ্ঞে, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র—পৃথিবীতে এর চেয়ে বড়ো হাতিয়ার নেই।—এ আমি প্রমাণ করতে রাজী আছি।"

"বেশ। কালই আমি এর প্রমাণ নেব।" বললেন বাদশা।

পরের দিন আকবর একটা সরু গলির মধ্যে একটা পাগলা হাতীকে ছেড়ে দিলেন এবং বীরবলকে হুকুম দিলেন, এর ভেতর দিয়ে তাঁকে বাড়ি যেতে হবে। বাদশার হুকুমে নিরস্ত্র বীরবল ঢুকলেন সেই গলির মধ্যে। যেই পাগলা হাতী তাঁকে দেখতে পেয়েছে, অমনি তাঁকে তাড়া



করে ছুটে এলো। বীরবল চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, একটা কোণে শুয়েছিল একটা কুকুর। অমনি তাঁর মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। কুকুরটার পেছন দিকের ঠ্যাং দুটো ধরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাতীটার দিকে। ভাগ্যক্রমে কুকুরটা ঠিক পড়লো গিয়ে হাতীর

শুঁড়ের ওপর আর পড়া মাত্র দিলো ঘ্যাঁক করে কামড়ে। আর যায় কোথা—যন্ত্রণায় হাতীটা চিৎকার করতে লাগলো। বীরবলের দিকে সে ফিরেও তাকাল না। বীরবল নির্বিঘ্নে গলি পার হলেন।

বাদশা এই খবর শোনা মাত্র স্বীকার করলেন যে, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বল।

---

(১২)

কোথায় যাই ?

আকবরের সভা-গায়ক লাদ ও কাপুর বাদশার খুবই সুনজরে ছিল। আর সব গাইয়েদের চেয়ে তারাই ছিল সম্রাটের প্রিয়। একদিন তারা তাদের অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করে ফেললো যার ফলে বাদশা তাদের ওপর খুব চটে গেলেন। আকবর তাদের কাছে এর জন্যে যখন কৈফিয়ৎ চাইলেন, তখন তারা ক্ষমা চাওয়া দূরে থাক, তারা এই ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবেই দেখলো। বাদশা তখন রেগে তাদের হুকুম দিলেন—তারা যেন তাঁর রাজত্ব ছেড়ে চলে যায়।

এখন তারা তাদের বোকামি বুঝতে পারলো এবং তাদের আফশোষও হলো। ক্রুদ্ধ বাদশাকে কি করে ঠাণ্ডা করবে, তারা ভেবেই পেল না। কিন্তু দিল্লী ছেড়ে যেতে তাদের মন উঠ্ ছিল না। রাজধানীর কাছাকাছি একটা জঙ্গলের মধ্যে তারা আশ্রয় নিলো। দিনের বেলাটা জঙ্গলের মধ্যে কাটিয়ে তারা রাতের বেলায় রাজধানীতে ফিরতো, আবার সকাল হ'লেই জঙ্গলে চলে যেত্। এমনি করে কেটে গেল দু'মাস। কিন্তু এভাবে তো চিরকাল কাটানো যায় না। অবশেষে তারা বীরবলের শরণাপন্ন হলো। দয়াপরবশ হ'য়ে বীরবল তাদের একটা উপায় বলে দিলেন।

পরের দিন সকালবেলা। বীরবলের পরামর্শ মতো লাদ ও কাপুর তখন বাজারের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশা তাদের দেখেই চিনে ফেললেন এবং তাদের পিছু নিলেন। বাদশাকে তাদের অনুসরণ করতে দেখে তারা সামনের একটা গাছের ওপরে উঠ্ লো এবং একটা ডালের ওপর গিয়ে বসে থাকলো। বাদশা কাছে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা আমার রাজত্ব ছেড়ে চলে যাওনি কেন ?"

"শাহেনশা", কাপুর বললে, "আমরা আপনার হুকুম তামিল করেছিলাম। দেশ-দেশান্তরে ঘুরলাম। কিন্তু

যেখানেই যাই দেখি, সেটা আপনার রাজত্বেরই একটা অংশ ; এমনই বিশাল আপনার এই রাজত্ব। অবশেষে



আমরা দিল্লীতে ফিরে এসে ঠিক করলাম কোথায় যাই।

অনেক ভেবে চিন্তে এই গাছের ওপর উঠে বসেছি ওপরের আসমানের দিকে যাবার জন্যে।”

বাদশা তো এই উত্তর শুনে খুব হাসলেন এবং তাদের নেমে আসবার জন্যে হুকুম দিলেন। তারা নেমে এলে পরে বাদশা তাদের উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসা করলেন এবং তাদের অপরাধও ক্ষমা করলেন।

---

(১৩)

বীরবলের বিচার

একদিন আকবর ও বীরবল দু'জনে নিরালায় বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সেদিন বাদশার মেজাজ খুব ভাল ছিল। বীরবল সেই অবসরে বললেন—“সম্রাট, আজ আপনার কাছে একটা জিনিস চাইব। আমি যদি কখনও অপরাধ করি, তাহলে আমার যেন জুরির বিচার হয়, আর সেই জুরি তৈরি হবে আমার নির্দেশ মতো।” বাদশা বীরবলের এই অনুরোধে সম্মত হলেন।

কিছুদিন বাদে বীরবল ইচ্ছে করে সত্যি সত্যি এমন একটা অপরাধ করে বসলেন যার জন্যে বাদশা তাকে শাস্তি

দিতে চাইলেন। বীরবলের ভয় হলো পাছে সম্রাট তাঁকে কঠিন শাস্তি দেন। এই জন্যে তিনি আকবরকে তখুনি তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আকবর তখন বললেন, "বেশ, তুমি তোমার অপরাধের বিচারের জন্য তোমার ইচ্ছামত জ[illegible] ঠিক করো—সেই জুরি বিচার করে যে রায় দেবে, আমি তা মেনে নেব।"

বীরবল বললেন—"সম্রাট, শহর থেকে পাঁচজন অস্পৃশ্য লোক আনুন। তারাই আমার বিচার করবে।"

"কী যে পাগলের মতো বলো, বীরবল! এই রকম নীচ লোকে করবে তোমার বিচার? তার চেয়ে তুমি অন্য ভদ্রলোকদের পছন্দ করো যারা জুরি হ'তে পারবে।"

"সম্রাট, অন্য লোকে অস্পৃশ্যদের ঘৃণার চক্ষে দেখতে পারে, কিংবা এদের সমাজের হীনতম বলে মনে করতে পারে। কিন্তু আমি এদের সে-চক্ষে দেখিনে। বিশ্ব-পিতার কাছে ছোট-বড় সবই সমান—কোন ভেদ নেই। আমার বিচার এরাই করবে।"

অগত্যা বাদশাকে রাজী হ'তে হলো বীরবলের এই বিচিত্র প্রস্তাবে। যথাসময়ে তাঁর লোক খুঁজে নিয়ে এলো পাঁচজন অস্পৃশ্যকে। বাদশা তাদের খুব বুঝিয়ে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তারা যেন অপরাধীর বিচার করে। এখন সেই পাঁচজনের কী আনন্দ—তারা ভাবলে তারা

এবার বীরবলের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে এবং সমাজের মধ্যে তাদেরও একটা স্থান আছে, এ কথাটা তারা এবার প্রমাণ করতে পারবে। এই ভেবে তারা পাঁচজনে মিলে বীরবলের বিচার করতে বসলো।

একজন বললে—"অপরাধ যে রকম গুরুতর, তাতে এর একশো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হওয়াই উচিত।"

দ্বিতীয়জন বললে—"না, না। সে ঠিক হবে না। বেচারার ছেলেপিলে আছে, এত টাকা জরিমানা করলে তাদের কষ্ট হবে। আমার মতে এর একশো দশটাকা জরিমানা হলেই যথেষ্ট।"

এই কথা শুনে তৃতীয়জন বলে উঠ্‌লো—"তোমাদের কী বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে নেই? এত টাকা জরিমানা ও দেবে কোথা থেকে? সত্তর টাকা জরিমানা হ'লেই সারা জীবন ওর মনে থাকবে।" এইভাবে জুরিদের মধ্যে বিতর্ক চলতে লাগলো। অবশেষে তারা সকলে মিলে সাব্যস্ত করলে যে, পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড বীরবলের পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি।

জুরিদের দলপতি বাদশার কাছে এসে তাঁদের রায়ের কথা জানিয়ে বললে—"সম্রাট, অপরাধীর অভিযোগ আমরা বিশেষভাবেই বিবেচনা করে দেখেছি। বীরবলের অপরাধ সত্যই গুরুতর এবং বিচারে এর গুরু দণ্ডই হওয়া উচিত। আমাদের এই রায় তাকে এমন শিক্ষা দেবে যা সে জীবনে

ভুলতে পারবে না। আমরা তার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলাম—অবশ্য জরিমানাটা একটু বেশিই হলো। তা আমরা কি করবো—ন্যায়ের কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।"

আকবর তখন বীরবলের কৌশল বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন যে, গরীব লোকেরা নিজেদের অবস্থার মানদণ্ড দিয়ে অন্য লোকের অবস্থা বিচার করে থাকে। তাই এরা মনে করেছে পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই যথেষ্ট। সম্রাট তখন জুরিদের ছুটি দিলেন এবং বীরবলকেও ক্ষমা করলেন।

(১৪)

বুদ্ধির সাগর

বীরবলের বুদ্ধির খ্যাতির কথা শুনে পারস্যের শাহ্ বীরবলকে তাঁর সভায় রাজ-অতিথি হিসাবে একবার পাঠাবার জন্যে আকবরকে অনুরোধ করে একখানা পত্র দিলেন। আকবর এতে খুব খুশি হলেন। তাঁর নবরত্নের উজ্জ্বলতম রত্ন বীরবল। বীরবলের গৌরবে তাঁরই গৌরব। তাই তিনি খুব সমারোহের সঙ্গেই বীরবলকে পারস্যে পাঠিয়ে দিলেন। পারস্যের রাজধানীতে পৌঁছেই তিনি একজন দূত মারফৎ শাহের কাছে খবর পাঠালেন।

শাহ্ বীরবলের বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর সভাসদ্‌বর্গকে ঠিক তাঁরই মত পোষাক পরতে হুকুম দিলেন। তারপর পারিষদ্‌দের নিয়ে শাহ্ দরবারে এমনভাবে বসলেন যাতে করে আসল শাহ্ কোন্‌টি বীরবলের পক্ষে তা বলা শক্ত হবে। যথাসময়ে বীরবলকে দরবারে ডাকা হলো। দরবারে ঢুকে আশে-পাশে



সামনে—সর্বত্র শাহ্‌কে দেখে তিনি বুঝলেন, শাহ্ তাঁর বুদ্ধির পরীক্ষা করতে চান। একটু থামলেন বীরবল, তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন চারিদিকে এবং তারপর আসল শাহ্ যেখানে বসেছিলেন, তিনি ধীর পদবিক্ষেপে ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। শাহের সিংহাসনের প্রায় কাছাকাছি এসে তিনি রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

শাহ্ তো একেবারে বিস্মিত। বীরবলের বুদ্ধি দেখে তিনি অবাক। খুব সমারোহের সঙ্গেই তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তিনি জান্‌তে চাইলেন কেমন করে বীরবল প্রকৃত শাহ্‌কে চিনতে পারলেন।

বীরবল উত্তর দিলেন, "সম্রাট, দরবারে ঢুকেই আমি দেখলাম সকলের দৃষ্টি আপনার ওপর নিবদ্ধ, আর আপনার দৃষ্টি চারদিকে সঞ্চারিত, দরবারের কারো ওপর তা নিবদ্ধ নয়। এর থেকেই বুঝে নিলাম আসল শাহ্ কে।"

বীরবলের উত্তর শুনে শাহ্ খুব চমৎকৃত হলেন এবং তাঁর দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি—"বুদ্ধির সাগর"—বীরবলকে অর্পণ করলেন। এছাড়া এক বিরাট ভোজসভায়ও তাঁকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন এবং যখন তিনি ভারতে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে দিলেন।

---

(১৩)

কে জিতবে ?

একবার আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হবার সময় তিনি বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"যুদ্ধে আমার জয় হবে, না পরাজয় ?"

"সম্রাট, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে এর জবাব দেব" উত্তর দিলেন বীরবল। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে বীরবল বললেন যে, যুদ্ধে বাদশারই জয় হবে।

"কেমন করে জান্‌লে ?" জিজ্ঞাসা করলেন আকবর।

"শুনুন সম্রাট, শত্রুপক্ষের রাজা হাতীর ওপর চড়েছে। হাতী অত্যন্ত অলক্ষুণে জন্তু, কারণ এ মাথার ওপর অনবরত ধুলা ছিটিয়ে দেয়। অন্যদিকে আপনি বসে আছেন ঘোড়ার পিঠে, আর ঘোড়া খুব সুলক্ষুণে জন্তু। এর থেকেই বুঝলাম যুদ্ধে আপনারই জয়লাভ হবে।" বাদশা বীরবলের এই উত্তরে খুব খুশি হলেন এবং যখন তার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল, তখন তিনি বীরবলকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

---

(১৩)

একরোখা ছেলে

একদিন বীরবল ঠিক সময়ে দরবারে হাজির হতে পারলেন না। বাদশা লোক পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। লোক এসে বীরবলকে জানাল—"এখুনি দরবারে যাবার জন্যে সম্রাট আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।"

"আমি এক্ষুনি আসৃছি," বললেন বীরবল তাকে।

বাদশা বীরবলের জন্যে অপেক্ষা করলেন আধ ঘণ্টা, তবু তাঁর দেখা নেই। বাদশা আবার লোক পাঠালেন। এবারেও বীরবল লোকটাকে সেই একই জবাব দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বাদশা এবার আরেক জন লোককে পাঠালেন। বীরবল তাকেও বললেন—"বলগে যাও, একটু বাদেই যাচ্ছি।" বাদশা আরো আধ ঘণ্টা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলেন; তবু বীরবলের টিকির দেখা নেই। তখন তিনি অধৈর্য হ'য়ে একদল পাইক পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের বলে দিলেন যে, যদি এমনিতে না আসেন, তবে তারা যেন বীরবলকে ধরে নিয়ে আসে। পাইক এসে হাজির হ'তেই বীরবল ভাবলেন, এবার দেখছি না গেলে রক্ষা নেই। তিনি তখুনি দরবারে এলেন এবং একটা লম্বা সেলাম ঠুক্‌লেন। বাদশা ভ্রূক্ষেপও করলেন না, এমনি রেগে গেছেন তিনি; গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—"তিনবার ডাকারপরও আপনি এলেন না কেন?"

বীরবল উত্তর দিলেন—"সম্রাট, আমি আসতে পারিনি, কারণ আমার ছোট ছেলেটা বায়না ধরে এমন কাঁদছিল যে, তাকে কিছুতেই আর চুপ করাতে পারিনি। তাকে ঠাণ্ডা করে আসতে দেরি হ'য়ে গেলো। জানেন তো, একবার বায়না ধরলে ছেলেরা কী রকম একরোখা হয়।"

এই জবাব শুনে বাদশা আরো রেগে গেলেন—"কী বাজে বকছ তুমি? তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছ যে, তোমার এই আজগুবী কথায় আমি বিশ্বাস করব? একটা ছেলেকে চুপ করাতে কতক্ষণ লাগে? সে যা চায় তাকে তাই দাও, দেখবে সে মুহূর্তের মধ্যে চুপ করে গেছে। তোমার মতো বুদ্ধিমানের পক্ষে এ-কাজ এমন শক্ত নয়।"

"ঠিক বলেছেন সম্রাট," উত্তর দিলেন বীরবল, "আপনার তো এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই তাই এমন কথা বলছেন। ছেলে একরোখা হ'লে তাকে ভোলানো যে কী শক্ত, তা আপনি বুঝবেন না।"

বাদশা এই উত্তর শুনে একটু নরম হলেন। বললেন—"আশ্চর্যের কথা যে, তোমার মতো বুদ্ধিমান্ লোক ছেলে ভোলাতে পারে না। আমি হ'লে, যত একরোখাই হোক্ না কেন, ঠিক চুপ করাতাম।"

তখন বীরবল বললেন—"তা হ'লে হাতে-কলমে করে দেখান, সম্রাট। বাদশা হিসাবে আপনি তো সকল প্রজারই পিতা। আমাকে আপনার ছেলে মনে করুন। আমি বায়না ধরি আর আপনি আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করুন। তা হ'লেই আপনার একটু অভিজ্ঞতা হবে।"

কথাটা আকবরের পছন্দ হলো। বীরবলকে একটা শিশু মনে করে তিনি তার বাবা হতে চাইলেন। তখনি

বীরবল মাটিতে বসে ছোট ছেলের মতো বায়না ধরে কাঁদতে লাগলেন। আকবর সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে নানাভাবে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন; বললেন,—"সোনা আমার, মণি আমার, কাঁদ্‌ছ কেন?" বীরবল আরও জোরে কেঁদে ওঠেন।



বাদশা অনেক রকম কৌশল করলেন, কিন্তু বৃথাই হলো। তিনি যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন তার কী চাই। "আমাকে একটা আথ এনে দাও"—গম্ভীর মুখে বললেন বীরবল। তখুনি বাদশার

হুকুমে এক বোঝা আখ এলো। তিনি তার থেকে একটা বীরবলকে বেছে নিতে বললেন। তবু বীরবলের কান্না থামে না, বাদশাকে বললেন একটা আখ বেছে দিতে।

বোঝার ভেতর থেকে আকবর সবচেয়ে ভালো আখটা বেছে তার হাতে তুলে দেন। বীরবল সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। অবশেষে তিনি নিজে একটা বেছে নিলেন এবং সেটা ছাড়িয়ে কেটে দেবার জন্যে আকবরকে বললেন। আকবর তাই করলেন। তখন বীরবল আখের টুক্‌রোগুলোকে একটা টুপির মধ্যে রেখে দিতে বললেন। আকবর যখন সেগুলো টুপির মধ্যে রাখলেন, বীরবল তখন একটা একটা করে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আকবর সেগুলো তুলে জড়ো করে বললেন,—"সোনা আমার, মাণিক আমার, চুপ করো।" বীরবল তবু কাঁদেন আর মেঝেতে গড়াগড়ি দেন। আকবর জিজ্ঞাসা করেন—"অমন করছ কেন?"

"আখটা কেন কাটলে, টুক্‌রোগুলো জোড়া লাগিয়ে আমাকে আস্ত আখ দাও।"

কী করবেন আকবর ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। "কাটা আখ কেমন করে জোড়া লাগাব?"—বীরবলকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। "তা হ'লে আমিই বা কেমন করে চুপ করবো?" বললেন বীরবল।

বাদশা শেষ পর্যন্ত হার মানলেন। বুঝলেন, একরোখা

ছেলেকে শান্ত করা ভগবানেরও অসাধ্য। বীরবলের ওপর আর তাঁর রাগ রইল না।

আবার তাঁরা নিজের নিজের আসনে এসে বসলেন। দরবারের সকলেই এই তামাসা উপভোগ করে খুব আনন্দ পেলো।

---

(১৭)

পৃথিবীর মধ্যস্থল

একদিন বেগম বাদশাকে বললেন, "আপনি তো বীরবলকে খুব বুদ্ধিমান্ মনে করেন। আমি তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার বুদ্ধির পরীক্ষা করতে চাই। যদি তিনি আমার প্রশ্নের ঠিকমতো জবাব দিতে পারেন, তা হ'লেই আমি স্বীকার করবো বীরবল বুদ্ধিমান্।"

"প্রশ্নটা কী শুনি ?" বাদশা জিজ্ঞাসা করেন।

"আমার প্রশ্ন হলো—পৃথিবীর মাঝখানটা কোথায় ?" বেগম বললেন। বাদশা তো হেসেই খুন। কারণ, তিনি জানতেন, সাধারণ লোকের কাছে এটা কঠিন মনে হলেও, বীরবলের মতো বুদ্ধিমানের কাছে এ এমন কিছুই কঠিন নয়।

তিনি তখন বেগমকে বললেন, "বেশ আমি বীরবলকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার সামনেই সে তার বুদ্ধির পরিচয় দেবে।" এই বলে তিনি বীরবলকে হারেমে (অন্দর-মহলে) ডেকে পাঠালেন।



বীরবল এলেন। বাদশা তাঁকে খাতির করে একটি আসনে বসালেন। বেগম রইলেন চিকের আড়ালে। বাদশা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বীরবল, বলতে পারো পৃথিবীর মধ্যস্থল কোন্‌টা?"

"সম্রাট," বীরবল উত্তর দিলেন, "আপনার দরবারের মাঝখানটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল।"

"প্রমাণ করতে পারো?" সম্রাট বলেন।

বীরবল উত্তর দিলেন, "আপনি যদি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চান, তা হ'লে প্রথমে পৃথিবীর মাপটা নিন। দিল্লী আপনার সাম্রাজ্যের রাজধানী। হাজার হাজার ব্যবসায়ী হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এখানে আসে—তা হ'লে পৃথিবীর মধ্যস্থলটা আর কোথায় হতে পারে, সম্রাট?"

চিকের আড়ালে বসে বেগম এই উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন এবং বীরবল যে একজন বুদ্ধিমান্ লোক তা স্বীকার করলেন। বেগমের অনুরোধে বাদশা তাঁকে সেদিন প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

---

(১৮)

চিনির হীরক

একদিন রাত্রে বীরবল শহরের মধ্যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফিরবার সময় একটা কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই তাঁর কানে এলো করুণ কান্না। বীরবল সেই কান্নায়

বিচলিত হ'য়ে কুঁড়ে ঘরটির কাছে এলেন, দরজায় ধাক্কা দিলেন। অমনি কান্না থেমে গেল, বেরিয়ে এল ষাট বছরের একটা বুড়ো লোক।

"এখানে কাঁদছিল কে?" জিজ্ঞাসা করলেন বীরবল।

"আমি।" বললে সেই লোকটি।

"কী জন্যে কাঁদছিলে তুমি?"

"আমার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁদ্‌ছি। সে আপনার শুনে লাভ নাই।"

"বন্ধু, আমাকে তুমি বলতে পারো তোমার দুঃখের কথা। আমি চেষ্টা করবো তোমাকে সাহায্য করতে।" বীরবল বললেন।

"একে অন্ধকার রাত, তার ওপর আমার ঘরে বাতি নেই—আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। দয়া করে বলুন, আপনি কে? তা হ'লে আমি আমার দুঃখের কথা বলবো আপনাকে।" বৃদ্ধটি বললে। বীরবল তখন তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—"আজ তো অনেক রাত হয়েছে। কাল সকালেই তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

আগন্তুক বাদশার মন্ত্রী বীরবল—এই জেনে বৃদ্ধ লোকটি খুব বিস্মিত হলো। পরের দিন খুব সকালে উঠে সে চললো বীরবলের বাড়িতে। বীরবল যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

তখন সে তার অবস্থা বর্ণনা করলো : "হুজুর, আমি একজন শিল্পী—মণিকার। কিন্তু বয়স হয়েছে, এখন আর আমি খাটতে পারি না। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর ঝগড়া চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধ। এরা দু'জনে একসঙ্গে এক জায়গায় বাস করেন না। তবু আমি আমার এই শিল্পবিদ্যাকে ধরে আছি। হুজুর, আমার একটি মাত্র ছেলে ছিল—সেই ছিল আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন। সে খাট্‌তো, আমাকে খাওয়াতো। আজ পনেরো দিন হ'ল আমার সেই ছেলেটি মারা গেছে। তার এই অকালমৃত্যু আমার বুকে শেলের মতো বিঁধছে। গতকাল আমার উপবাসের তৃতীয় দিন গেছে। তাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম—আমাকে সাহায্য করার জন্য। ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা শুনেছেন—তিনি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

বীরবলের দয়া হলো। তখুনি ভৃত্যকে ডেকে বৃদ্ধের খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি তাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "তুমি তো একজন ভাল শিল্পী। এই টাকায় তোমার দিন পনর চলবে। এরই মধ্যে তুমি একতাল চিনি থেকে একখানা বেশ ভালো বড় হীরে তৈরি করবে—দেখতে যেন অবিকল হীরের মতো হয়। আজ থেকে পনেরো দিনের দিন সেটা নিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে।"

বৃদ্ধ মণিকার বীরবলকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে গেল। তার সমস্ত শিল্প-নৈপুণ্য দিয়ে সে একতাল চিনি থেকে একটি সুন্দর হীরকখণ্ড তৈরি করলো। দেখতে এত সুন্দর হলো যে, কার সাধ্য বলে সেটা আসল হীরে নয়। সেটা নিয়ে সে এলো বীরবলের কাছে। বীরবলও বিস্মিত হলেন সেই নকল হীরের সৌন্দর্য দেখে—হ্যাঁ কারিগর বটে! খুব প্রশংসা করলেন তিনি। তারপরের দিন খুব সকাল বেলায় বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে বীরবল এলেন বাদশার কাছে। তিনি তখন স্নান করতে চলেছেন।

"কী ব্যাপার, বীরবল—এত সকালে?" জিজ্ঞাসা করলেন বাদশা।

বীরবল উত্তর দিলেন, "সম্রাট, এই লোকটি আজ সকালে আমার বাড়িতে এসেছিল একটি সুন্দর হীরক নিয়ে। এমন চমৎকার হীরে আমি খুব কমই দেখেছি। ভাবলাম এটা আপনার মুকুটেই মানাবে, তাই একে সঙ্গে করে এনেছি।"

"দেখি হীরেটা" বললেন সম্রাট।

মণিকার তখন হীরেটা পকেট থেকে বের করে বাদশার হাতে দিলো। হীরকখণ্ডটি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। অপলক চোখে সেটা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে বার বার দেখ্‌তে লাগলেন। "হ্যাঁ, হীরেখানা চমৎকার বলতেই হবে।

এটা এখন তোমার কাছে রেখে দাও এবং জহুরীকে দু'ঘণ্টা বাদ দরবারে আসতে বলো।"

"সম্রাট, বাড়িতে আমার কিছু কাজ আছে; দরবারে আসতে দেরি হবে। আমি দেরি করে এলে ওর অসুবিধা



হতে পারে। তাছাড়া, যদি আমার কাছ থেকে ওটা হারিয়ে যায়, তাহলে আমিই বা দাম দেব কোথা থেকে? থাকুক না এটা আপনার কাছে।"

বাদশা বীরবলের কথায় সম্মত হলেন এবং সেটা পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন। বীরবল ফিরে গেলেন। বাদশা নাইতে গেলেন—পকেটের মধ্যে যে হীরকখণ্ড ছিল তার কথা তিনি ভুলেই গেলেন। জল লেগে চিনির হীরেটা কখন গলে গেলো—তিনি তা জানতেই পারলেন না।

দুপুর বেলায় দরবার বসলে পরে মণিকার এলো টাকার জন্যে। তাকে দেখেই বাদশার হীরকখণ্ডের কথা মনে হলো। অন্দর-মহলে চাকর পাঠিয়ে তিনি খুঁজতে গেলেন সেটা। কোথাও তারা হীরেটা খুঁজে পেল না—গোলাপ-জলের চৌবাচ্চার মধ্যেও পাওয়া গেল না।

"আচ্ছা বীরবল, হীরেটা মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে। যাই হোক্, ওকে দামটা দিয়ে দাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম ?"

"হুজুর, আমি এটা তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি। পারশ্যের শাহ্ এটার জন্যে চার হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। আমি ভাবলাম, সম্রাট আকবরকে এটা দেব, তিনি এর ন্যায্য দাম দেবেন নিশ্চয়ই।"

বীরবল বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে পঞ্চাশ মোহর বেশি দেব।"

মণিকার বললে, "হুজুর, আমি দু'হাজার টাকা বেশি না পেলে দেব না।"

বীরবল বললেন, "না, অত টাকা দেব না।"

তখন আকবর জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা ও চাইছে ?"

"সম্রাট, ও পাঁচ হাজার টাকা চাইছে।" বীরবল বললেন।

"বেশ ওকে তাই দিয়ে দাও, গরীবের সঙ্গে দর কষাকষি করে লাভ কী ?

"মণিকার দাম পেয়ে খুশি মনে চলে গেল। মনে মনে সে বীরবলের কাছে তার কৃতজ্ঞতা জানালো।

---

(১৯)

গাধার বোঝা

গ্রীষ্মকালের এক সুন্দর সকাল বেলায় বাদশা ও বীরবল দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ফিরবার সময় সূর্য উঠলো এবং বেশ গরম বোধ হতে লাগলো। বাদশা তখন বীরবলকে বললেন, "বড় গরম লাগছে, তুমি আমার এই আলখাল্লাটা বহন করবে ?"

বীরবল সম্রাটের পরিচ্ছদটা তাঁর কাঁধের ওপর ফেলে দিলেন এবং তাঁরা দু'জনে বাড়ির দিকে চললেন। কিছুদূর

যাবার পর বাদশা বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কতটা বোঝা বহন করছ ?"

"একটি গাধার বোঝা, সম্রাট," উত্তর দিলেন বীরবল।

বাদশা তো একেবারে চুপ।

---

(২০)

গাধা কে ?

একদিন যখন দরবার চলছে, সেই সময় অসাবধানতা-বশতঃ বীরবল খুব জোরে একটা হাই তুললেন। দরবারী রীতিতে সেটা খুবই খারাপ দেখায়। বাদশা বীরবলের এই বেয়াদপিতে খুব রেগে গেলেন এবং বললেন, "তুমি একটি আস্ত গাধা—দরবারের আদবকায়দা জান না।"

সবিনয়ে বীরবল উত্তর দিলেন, "সম্রাট, আগে আমি খুবই জ্ঞানী ছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি গাধার সংসর্গে থেকে আমিও গাধা বনে গেছি।"

তারপর বাদশা চুপ করে থাকাই সমীচীন মনে করলেন।

---

(২১)

সত্য ও মিথ্যা

"সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাৎ কতটুকু, বীরবল ?" একদিন জিজ্ঞাসা করলেন বাদশা।

"আজ্ঞে, মাত্র চার ইঞ্চি," সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন বীরবল।

"কি রকম ?"

"সম্রাট্, এটা চোখ দিয়ে বুঝে নিতে হয়। আমরা চোখে যা দেখি তাই সত্যি আর যা শুনি তা সব সময়ে সত্যি নাও হ'তে পারে। এখন কান হলো শোনবার যন্ত্র, যেমন চোখ হলো দেখবার যন্ত্র। চোখ ও কানের মধ্যে তফাৎটা হলো মাত্র চার ইঞ্চি। কাজেই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তফাৎ হলো মাত্র চার ইঞ্চি।"

বাদশা এই উত্তরে খুব খুশি হলেন।

(২২)

কে বড় ?

একদিন বাদশা দরবারের সকলকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এবং স্বর্গের রাজা ইন্দ্র—এই দু'জনের মধ্যে কে বড় ?"

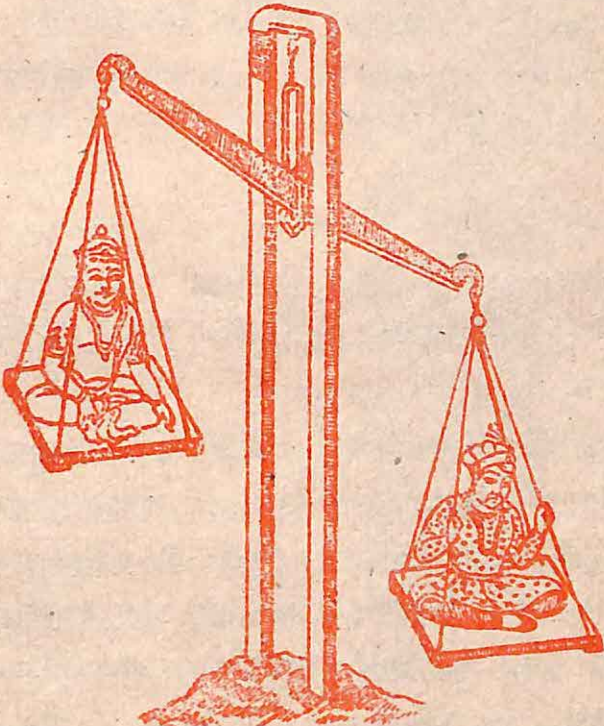
অন্যান্য পারিষদেরা এবং মন্ত্রীরা এর জবাব দিতে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়লেন! কারণ তাঁদের প্রত্যেকেই ভাবলেন যে, যদি তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রকে আকবরের চেয়ে বড় বলেন, তা হ'লে আকবর চটে যাবেন, আর যদি বলেন বাদশাই বড়, তা হ'লে তা প্রমাণ করে দিতে হবে। কাজেই তারা চুপ করে রইলেন। ভাবলেন, এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বীরবলই দিতে পারেন।

বীরবল দরবারে এলে পরে তাঁকেও বাদশা এই প্রশ্নটা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বীরবল উত্তর দিলেন, "সম্রাট্ স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের চেয়ে আপনিই তো বড়।"

"কী রকম ?" জিজ্ঞাসা করলেন আকবর।

বীরবল বললেন, "সম্রাট্, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রথমে আপনাকে এবং ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আপনাদের মধ্যে কে বড় তা জানবার জন্যে দু'জনকেই এক দাঁড়িপাল্লায় বসালেন। ইন্দ্রের চেয়ে আপনার ওজন

বেশি হলো—আপনি যে-পাল্লায় বসেছিলেন, আপনার ওজনের ভারে সেইদিক ঝুঁকে নীচের দিকে পৃথিবীতে নেমে এলো। আর ইন্দ্রের পাল্লাটা উঠে গেল স্বর্গের



দিকে। সেখানে তাঁকে করা হলো দেবতাদের রাজা। সেইজন্যেই সম্রাট, আপনাকে আমি ইন্দ্রের চেয়েও বড় বলেছি।"

বাদশা এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং বীরবলের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু আসলে বীরবল বলতে চেয়েছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই বড় আর বাদশা ছোট; কিন্তু বাদশা তাঁর কথার আসল মানেটা ধরতেই পারলেন না। অন্যান্য মন্ত্রী এবং পারিষদ-বৃন্দও একবাক্যে বীরবলের প্রখর বুদ্ধির প্রশংসায় দরবারগৃহ মুখর করে তুললো।

---

(২৩)
কেশহীন করতল

একদিন দরবারে বাদশা ও বীরবল বসে আছেন, আর কেউ নেই। তাঁদের মধ্যে রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার শেষে বাদশার ইচ্ছা হলো বীরবলকে একটা প্রশ্ন করেন। বীরবলের বুদ্ধির খ্যাতি সর্বত্র, বাদশা তাই তাঁকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন এবং এইভাবে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতেন।

সেদিন তাঁর হাতের তালু অর্থাৎ করতল দেখিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বীরবল, আমার করতলে কোন কেশ নেই কেন?"

"সম্রাট, এর কারণ খুবই সোজা। আপনি অনবরত আপনার করতাল ব্যবহার করেন, গরীবদের ভিক্ষা দেন, পণ্ডিতদের দান করেন, তাই আপনার হাতের তালুর যত চুল তা হাতের ঘর্ষণেই উঠে যায়, চুল আর বাড়তে পারে না।"

বীরবলের জবাবটা বাদশার খুব পছন্দ হলো না। তাঁকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে তিনি আর একটা প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার হাতের তালুতে চুল নেই কেন?"

"সম্রাট!" বীরবল উত্তর দিলেন, "আপনার কাছ থেকে পুরস্কার নেবার সময়ে আমাকে করতল ব্যবহার করতে হয়, তাই হাতের তালুর ঘর্ষণে চুল উঠে যায়।"

বাদশা মনে মনে উত্তরটা বিবেচনা করে দেখলেন। আবার বললেন, "বীরবল, দু'টো প্রশ্নের জবাব তুমি দিয়েছ। এখন আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। আমি দান করি আর তুমি দান গ্রহণ করো বলে তোমার ও আমার হাতের তালুতে চুল নেই—এ বুঝলাম। কিন্তু দরবারের অন্যান্য পারিষদ বা মন্ত্রীদের হাতের তালুতে চুল নেই কেন?"

"সম্রাট, এতো খুব সোজা কথা," বীরবল বললেন, "আপনি যখন আমাকে কিম্বা অন্য কাউকে দান করেন,

তখন তাই দেখে তাদের মনে হিংসার উদ্রেক হয় এবং তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাদের হাত-কচলায়— সেই ঘর্ষণেই তাদের করতল কেশহীন হয়ে যায়।” এই ব্যঙ্গপূর্ণ উত্তরে বাদশা খুব খুশি হলেন।

---

(২৪)

সবচেয়ে প্রিয়

একদিন কি একটা কারণে বাদশা তাঁর ছোট বেগমের ওপর খুব চটে গেলেন এবং শাস্তিস্বরূপ বেগমকে প্রাসাদ ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবার হুকুম দিলেন।

হুকুম শুনে বেগমের সে কী কান্না। কত অনুনয়-বিনয় করলেন তিনি, পা ধরে ক্ষমা চাইলেন। তবু বাদশা টললেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বেগম বীরবলের শরণাপন্ন হলেন। বীরবলকে হারেমে ডেকে পাঠিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। সব শোনার পর বীরবলের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো বেগমকে সাহায্য করবার জন্যে। কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে বীরবল ফিরে এলেন।

বেগম চাকরদের হুকুম দিলেন তাঁর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করবার জন্যে। আর চলে যাবার আগে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্যে তিনি বাদশাকে একটিবারের জন্য অন্দর-মহলে আসতে অনুরোধ করে পাঠালেন। দাসী-চাকররা চলে গেলে পরে বেগম এক গ্লাস শরবত তৈরি করলেন এবং বীরবলের উপদেশ মত সেই শরবতের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দিলেন।

বাদশা অন্দর-মহলে গেলেন। বেগম আবার কত করে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু বৃথা। তিনি বললেন, "আমার হুকুম বদলায় না। তবে তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস যেটি যাবার সময়ে প্রাসাদ থেকে তুমি সেটি নিয়ে যেতে পারো।"

"প্রিয়তম", রাণী বললেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, "যদি একান্তই আপনার হুকুম না বদলায় তা হ'লে শেষবারের মতো দাসীর একটা প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমার হাতের তৈরি এই শরবতটা পান করুন।"

বাদশা বেগমের কৌশল-জালে আটকে পড়লেন। কোনোরকম সন্দেহ না ক'রেই তিনি রানীর দেওয়া শরবত পান করলেন। অল্পক্ষণ পরেই ওষুধের কাজ আরম্ভ হলো; বাদশা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। বেগম তাঁর মতলব আগেভাগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। প্রাসাদের বাইরে দু'খানা পালকি তৈরি ছিল। তার একটায় তিনি

ঘুমন্ত বাদশাকে শুইয়ে দিলেন, আর বেগম উঠলেন অন্যটায়। রাতের অন্ধকারে তাঁরা প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

সারারাত ধরে চলে' সকালেই বেগম পৌঁছলেন তাঁর বাপের বাড়ির রাজধানীতে। প্রাসাদের একটা সুসজ্জিত কক্ষের পালঙ্কে বাদশাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। ওষুধের কাজ শেষ হ'লে পরে বাদশা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। জেগে উঠলেন তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে। তাঁর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। মনে মনে বলেন—"আমি কী স্বপ্ন দেখ্ছি, না আমি অন্য কোথাও এসেছি?" এমন সময়ে বেগম এলেন সেখানে। বাদশাকে সম্ভাষণ ক'রে তিনি দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। বাদশা তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করেন, "তিনি স্বপ্ন দেখছেন, না জেগে আছেন?"

"আপনি তো জেগেই আছেন।" বেগম উত্তর দেন হেসে।

"কিন্তু এ তো আমার মহল নয়। বলো, আমরা কোথায়?"

"কী আশ্চর্য, এ আমার বাপের বাড়ি। আপনিই তো কাল হুকুম দিলেন এখানে চলে আসার জন্যে। মনে নেই?"

"তা আছে। কিন্তু আমি এখানে এলাম কি ক'রে?" জিজ্ঞাসা করেন বিস্মিত বাদশা।

"সে কী! আপনার মনে নেই? আসবার সময় আপনি আমাকে হুকুম দিলেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি সঙ্গে ক'রে এখানে আনবার জন্যে। আপনি ছাড়া আমার প্রিয় জিনিস আর কি আছে? তাইতো আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।"



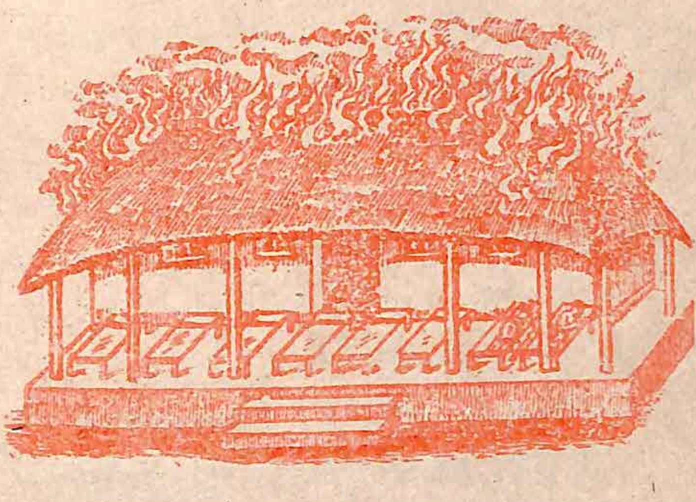
বাদশা বেগমের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হলেন। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে তিনি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরলেন। পরে একদিন বেগম বাদশাকে সব কথা খুলে বললেন। তখন বাদশা হেসে বলেন, "তাই বলো, বীরবল ছাড়া এমন বুদ্ধি আর কার হবে?"

অলসদের আস্তানা

একবার বাদশার কী খেয়াল হলো, তিনি ঘোষণা ক'রে জানিয়ে দিলেন যে, দিল্লী শহরে যত অলস লোক আছে তাদের সকলকে সরকারি খরচে খেতে দেওয়া হবে, পরতে দেওয়া এবং থাকতে দেওয়া হবে। ফলে হোলো কি, রাজ্যের অনেক লোক কাজকর্ম ছেড়ে দিল এবং দিনের পর দিন অলসদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সম্রাট পড়লেন মহা মুশকিলে। না খেটে কেউ যদি খেতে পায়, তার চেয়ে আরামের কী আছে! তাই দিল্লী শহরে বাদশার ঘোষণার পর থেকে বহুলোকের মধ্যেই অলসতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রাজ্যের কাজকর্ম প্রায় অচল হবার যোগাড়। দিনের পর দিন অলসদের আস্তানায় অলস লোকের ভিড় জমতে লাগলো। তখন এই বিপদ্ থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাদশা বীরবলের শরণাপন্ন হলেন। তিনি বীরবলকে বললেন, "এদের মধ্যে কারা জন্ম থেকেই অলস আর কারাই বা অলসতার ভান করে, এ তোমাকে ঠিক ক'রে দিতে হবে।"

বীরবল ভাবলেন, এ আর এমন কঠিন কি। তিনি তখুনি যমুনার ধারে কতকগুলি খড়ের ঘর তৈরি করতে

হুকুম দিলেন। সমস্ত অলসদের সেইখানে বাস করবার জন্যে হুকুম দেওয়া হলো। এইভাবে নদীর ধারে গড়ে' উঠ্‌লো অলসদের আস্তানা। এদের কাজই ছিল—কাজ না করা। সারাক্ষণ তারা খোসগল্প করে, কিংবা ঘুমিয়ে কাটাতো—শুধু করতো না কোনো কাজ। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই—সবাইকে যেন কুড়েমিতে পেয়ে বসলো।



এক-একজনের কুড়েমির বহর দেখলে অবাক্ হ'তে হয়—বিছানায় শুয়ে শুয়েই কেউ কেউ খাওয়ার কাজটা শেষ করতো।

একদিন বীরবলের হুকুমে কুড়েদের সেই আস্তানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। খড়ের ঘর, দাউ দাউ

ক'রে আগুন জ্বলে উঠ্লো। কুড়ে হ'লে কি হয়, প্রাণের ভয় ছিল অনেকেরই। কোথায় গেল তাদের অলসতা। পুড়ে মরবার ভয়ে তারা ছুটে পালাতে লাগলো। এইভাবে দেখা গেল যে, অলসদের আস্তানা খালি হ'য়ে গেছে। রইলো শুধু দু'জন। তারা এমনই কুড়ে যে, জ্বলন্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা পর্যন্ত তারা করল না। তাদের হাত ধরে টেনে বার করতে হলো শেষে। বীরবল সেই দু'জনকে বাদশার কাছে এনে হাজির করে বললেন, সম্রাট্! কেবলমাত্র এই দু'টি লোকই জন্ম কুড়ে।"

---

(২৬)

কুকুরের খবরদারী

একদিন আকবরের অন্যতম মন্ত্রী আবুল ফজল আকবরের সামনেই বীরবলকে বললেন, "বীরবল! সম্রাট্ আজ থেকে তোমাকে একটা নতুন কাজ দিয়েছেন। দিল্লী শহরে যত কুকুর বাস করে, তাদের খবরদারী করবার জন্যে তোমাকে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে।"

"ভাল চাকরি", বীরবল উত্তর দিলেন, "তা হ'লে আজ থেকে আপনিও আমার তত্ত্বাবধানে এলেন।"

এইরকম জবাব শুনে বাদশা তো হেসে খুন আর আবুল ফজল একেবারে চুপ—তাঁর মুখে আর কথাটি নেই।

---

(২৭)

রাম না আকবর ?

একদিন বাদশা বীরবলকে ডেকে পাঠালেন। বীরবল এলে পরে তাঁকে বললেন, "দেখো বীরবল, হিন্দুরা কোনো কিছু লিখবার আগে ওপরে রাম-নাম লেখে। আজ থেকে আমি যদি এইরকম একটা আইন করি যে, রাম-নামের বদলে আমার নাম লিখতে হবে, তা হলে কেমন হয় ?"

"চমৎকার হয়।" উত্তর দিলেন বীরবল, "তবে এই নিয়মটা প্রবর্তন করার পক্ষে একটু মুশকিল হবে সম্রাট।"

"কী রকম ?" আকবর জিজ্ঞাসা করলেন।

"রাম নামে জলে শিলা ভাসে ব'লেই ঐ-নামের এমন মহিমা এবং হিন্দুরা ঐ-নামের এমন ভক্ত। আপনি ঠিক জানেন যে, আপনার নাম উচ্চারণ-মাত্র জলে শিলা ভাস্‌বে ?" বীরবলের এই উত্তর শুনে বাদশার হুঁস হলো; তিনি আইন-জারি করার চিন্তা ত্যাগ করলেন।

---

(২৮)

অদ্ভুত বিয়ে

একবার বাদশা সামান্য দোষের জন্যে বীরবলের ওপর এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর দরবারে আসাই নিষেধ করে দিলেন। বীরবল দিল্লী পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গেলেন এবং এক দূরদেশের রাজার দরবারে তিনি আশ্রয় নিলেন। সেই দেশের রাজা রাজ-অতিথি হিসেবে বীরবলের খুব খাতির যত্ন করলেন।

বীরবল নেই বাদশার দরবারের সে-জৌলুষও যেন নেই। তবু বাদশা প্রথম কয়েকদিন নব-রত্নের প্রিয় রত্নটিকে বাদ দিয়েই তাঁর দরবার চালালেন। কিন্তু শিগ্‌গীরই তিনি বীরবলের অভাব অনুভব করতে লাগলেন। দেশের সর্বত্র তিনি দূত পাঠিয়ে দিলেন বীববলকে খুঁজে আনবার জন্যে। কিন্তু তারা কোথাও তাঁর খোঁজ পেল না।

অবশেষে আকবরের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তিনি এশিয়ার সমস্ত রাজাদের একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠির মর্ম এই রকম: "আমার রাজ্যের একটি নদীর বিয়ের ব্যবস্থা সব ঠিক ঠাক। সামনের মাসেই বিয়ে। কাজেই আমার একান্ত অনুরোধ এই বিয়েতে যোগদান করার জন্যে দিল্লী শহরে আপনার রাজ্যের নদীগুলিকে পাঠিয়ে দেবেন।"

কোনো রাজাই এই নিমন্ত্রণ-চিঠির জবাব দিতে পারল না, কিংবা চিঠির নির্দেশ মতো কাজ করতে পারল না। কিন্তু যে-রাজার সভায় বীরবল থাকতেন, জবাব এলো মাত্র সেইখান থেকে : "আমাদের সমস্ত নদী বিয়েতে যাবার জন্যে প্রস্তুত। অনুগ্রহপূর্বক আপনার কুয়াগুলিকে পাঠিয়ে দেবেন তাদের সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে যাবার জন্যে।"

এই উত্তর পেয়ে আকবর বুঝলেন যে, একমাত্র বীরবল ছাড়া এমন আশ্চর্য বুদ্ধির পরিচয় আর কে দিতে পারে! তিনি তখনই সেই রাজ্যে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলেন এবং বীরবলকে অনুরোধ জানালেন দিল্লীতে ফিরে আসার জন্যে। বীরবল বাদশার অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং তিনি ফিরে এলে প্রজারা তাদের প্রিয় মন্ত্রীকে পেয়ে খুব খুশি হলো।

---

(২৯)

কার দোষে ?

একবার বাদশা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি বীরবলকে একটা জায়গির দেবেন। কিন্তু বহুকাল তিনি সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি। যখন বীরবল তাঁকে জায়গির দেবার কথা

মনে করিয়ে দিলেন, তখন বাদশা তাঁর ঘাড়টা কুঁচ্‌কে অস্বীকার করলেন।

বীরবল তখনকার মতো আর কিছু বললেন না। তারপর একদিন তাঁরা দু'জনে বেড়াতে গিয়েছেন। দৈবক্রমে তাঁদের দৃষ্টিপথে একটা উট পড়লো। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন,



"আচ্ছা বীরবল, বলতে পারো, উটের গলা এরকম বাঁকা কেন? অন্য কোনো জন্তুর গলা তো এরকম নয়।"

বীরবল উত্তর দিলেন, "সম্রাট্, উট নিশ্চয়ই কাউকে একটা জায়গির দেবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং পরে সেই

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার সময় হয়তো সে তার ঘাড়টা কুঁচ্‌কে থাক্‌বে এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা আদৌ করেনি। তারই ফলে উটের গলা এই রকম বাঁকা হয়েছে।"

বীরবলের এই চতুর উত্তর বাদশাকে তখুনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলে। তিনি লজ্জা বোধ করলেন এবং অবিলম্বে বীরবলের নামে একখানা জায়গির লিখে দিলেন।

(৩০)

বুদ্ধির দৌড়

একদিন বীরবলের অসাক্ষাতে দরবারের অন্যান্য পারিষদেরা বাদশার কাছে নিবেদন করলো: "সম্রাট্‌, আমরা আপনার সেবা করবার কোনো সুযোগই পাই না। কারণ বীরবলকেই আপনি সব কাজের ভার দিয়ে থাকেন। আমাদেরও যে বুদ্ধি থাকতে পারে, তা ভুলে যাবেন না।"

"তোমাদের আমি কোনো কাজ দিই না, কারণ আমি জানি, বীরবলের মতো তোমাদের কারো বুদ্ধিই প্রখর নয়।"

"আপনি পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন।" একবাক্যে বললে সব পারিষদ, "আমাদের সুযোগ দিয়ে দেখুন আমরা আপনার প্রিয় মন্ত্রীর চেয়ে কিসে অযোগ্য।"

তখন বাদশা তাঁর ভৃত্যদের বললেন একগজ কাপড় নিয়ে আসতে। কাপড়ের টুকরোটা পারিষদবর্গকে দেখিয়ে



আকবর বললেন, "আমি এখন বিছানায় লম্বা হ'য়ে শয়ন করছি। এই একগজ কাপড় দিয়ে আমার সমস্ত শরীরটা ঢেকে দিতে হবে। তারপর বাদশা সটান হ'য়ে শুয়ে পড়লেন পালঙ্কে। কিন্তু কে ঢাকবে তাঁর শরীর ঐ একগজ কাপড় দিয়ে? মাথা ঢাকতে গেলে পা খোলা থাকে, আবার পা

ঢেকে দিতে গেলে মাথা খোলা থাকে। প্রত্যেক পারিষদই কতভাবে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না কেউ। তারা পারল না দেখে বাদশা তখন ডেকে পাঠালেন বীরবলকে। বীরবল এলে পরে তাঁকে সব কথা বলা হলো। বীরবল কেমন ক'রে এই অসম্ভব কাজ করবে তা দেখবার জন্যে প্রত্যেকের আগ্রহ হলো।

বীরবল এলেন পালঙ্কের কাছে। আকবরের পা দুটো তিনি জানু পর্যন্ত ভাঁজ করলেন। শরীরের দৈর্ঘ্য কমে গেল। তখন তিনি সেই একগজ কাপড় দিয়ে অনায়াসেই তাঁর সমস্ত শরীরটা ঢেকে দিলেন।

বীরবলের বুদ্ধি দেখে পারিষদেরা হতবাক্। সেদিন থেকে তারা বীরবলকে আর হিংসা করত না।

---

(৩১)

বীরবলের অগ্নি-পরীক্ষা

একবার মালব দেশের রাজা রোহসেন সম্রাট্ আকবরের কাছে একখানা চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ "খুব শীঘ্র এই চারিটি জিনিস খুঁজে আমাকে পাঠিয়ে দেবার

জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি, অন্যথা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকবেন ঃ (১) উচ্চবংশজাত কিন্তু নীচ প্রকৃতির লোক ; (২) নীচবংশজাত কিন্তু মহৎ প্রকৃতির লোক ; (৩) রাস্তার কুকুর এবং (৪) সিংহাসনে উপবিষ্ট গর্দভ।"

বাদশা চিঠিখানা পড়লেন এবং ভাবলেন মালব-রাজ যে-সব জিনিস চেয়ে পাঠিয়েছেন তা সংগ্রহ করা অসম্ভব, অতএব যুদ্ধ নিশ্চিত। আর যুদ্ধ মানেই ধনক্ষয় ও জীবন-নাশ। বাদশা বড়ো মুশকিলে পড়লেন এবং মুশকিল-আসানের জন্যে তিনি তখন তাঁর প্রিয়মন্ত্রী বীরবলকে ডেকে পাঠালেন। সম্রাটের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা দেখে বীরবল বড়ো দুঃখিত হলেন।

আকবরের মুখে সব কথা শুনে বীরবল বললেন, "সম্রাট্! অল্প সময়ের মধ্যে এই চারিটি জিনিস যোগাড় করা কঠিন। আপনি রাজা রোহসেনকে চিঠি লিখে দিন যে, অন্ততঃ এক বছর সময় দিলে আমরা তাঁর ফরমাশী জিনিস চারটে পাঠিয়ে দেব।" এইভাবে চিঠি চলে গেল মালব-রাজার কাছে।

তখন বীরবল বললেন, "যত শীঘ্র পারি আমরা চেষ্টা করব এই জিনিস চারটে যোগাড় করতে, কারণ সময় বড়ো কম।"

"ঠিক বলেছ।" উত্তর দিলেন সম্রাট্, "আমি

তোমাকেই এই কাজের ভার দিলাম, কারণ আর কারো পক্ষে এ কাজ করা কঠিন।”

“সম্রাট্, আমি ভার নিতে পারি, তবে এই ব্যাপারে খরচের জন্যে আমাকে এখুনি এক লক্ষ টাকা দিতে হবে।” বললেন বীরবল।

বাদশা তখুনি তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বীরবলকে এক লক্ষ টাকা দিতে আদেশ দিলেন।

পরের দিন বীরবল আকবরের কাছে বিদায় নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে মালবের দিকে যাত্রা করলেন। একটি সুন্দর আরবী ঘোড়ায় চড়ে তিনি চললেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে তিনি শহরের বড়ো রাস্তার ওপর যেদিকটায় বড়ো বড়ো লোকের বাস সেইখানে একটা মস্ত বড়ো বাংলো ভাড়া করলেন। টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা শুরু করলেন তিনি। এইভাবে মালবে নতুন বণিকের নাম খুব শীঘ্র ছড়িয়ে গেল।

বীরবলের বাড়ির সামনে থাকতেন পুলিসের বড়ো কর্তা। বীরবল প্রথমে তাঁর সঙ্গে খুব খাতির জমালেন এবং তাঁকে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এইভাবে দু'জনার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌লো। আলাপ ক'রে সকলকে মুগ্ধ করতে বীরবল ছিলেন দক্ষ।

এইভাবে তাঁদের দু'জনার মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব গ'ড়ে

উঠ্‌লো অল্পদিনের মধ্যেই। বণিকের জন্যে পুলিসের বড়ো কর্তা সব কিছু করতে পারেন—এইরকম অন্তরঙ্গ ভাব দেখালেন তিনি। অবশ্য বণিকের টাকা-ই ছিল এই বন্ধুত্বের মূল কারণ। কথায় বলে, 'টাকা দিয়ে সব দরজা খোলা যায়।' এও ঠিক তাই।

বীরবল তাঁর বাড়িতে প্রায়ই সন্ধ্যায় ও রাতে নানা রকমের জলসার আয়োজন করতেন। নাচ-গান ও খানা-পিনার সেই মজলিসে পুলিসের বড়ো কর্তার নিমন্ত্রণ তো থাকতই, এমন কি এইসব মজলিসের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারেও তিনি অংশ নিতেন। শহরে কোনো বড়ো গাইয়ে এলে, তিনি তখনি তাকে বীরবলের কাছে নিয়ে যেতেন ও আলাপ করিয়ে দিতেন। অমনি বসতো গানের বৈঠক তাকে নিয়ে—গান শুনে খুশি হ'য়ে বীরবল দিতেন পুরস্কার সেই গায়ককে। এমনিভাবে নতুন বণিকের নাম ছড়িয়ে পড়লো মালবের চারদিকে।

একদিন পুলিসের বড়ো কর্তা এক পরমাসুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এলেন বীরবলের বাড়িতে। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর তার ব্যবহার। নাচে ও গানে তরুণীর জুড়ি ছিল না। কোকিল-কণ্ঠী সেই গায়িকার জন্যে একটি জলসার আয়োজন হলো। তার নাচ ও গানে মুগ্ধ হ'য়ে বীরবল তাকে দু'শো টাকা বকশিশ দিলেন।

মেয়েটি এর আগে একসঙ্গে এত টাকা কখনও পুরস্কার পায়নি। বীরবলের উদারতায় বিমুগ্ধা তরুণী বললে, "আপনিই প্রথম যিনি আমার গুণের আদর করলেন। দু'পয়সার ক্ষমতা যাদের তাদের দুয়োরে দুয়োরে আমি আর কেন গান গেয়ে বেড়াই? সহস্র নির্বোধ লোকের সেবা করার চেয়ে আপনার মতো একজন জ্ঞানীর সেবা করা বাঞ্ছনীয়। আমি আপনারই সেবা করতে চাই, আপনি সম্মত হ'লে আমি কৃতার্থ হব।"

নর্তকীর সুমিষ্ট কথা বীরবলের অন্তর স্পর্শ করলো। তিনি বললেন, "তুমি যদি সত্যিই অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সেবা করতে চাও, এবং বিপদে-সম্পদে সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকতে রাজী হও, তা হ'লে আমি তোমাকে ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পারো।"

তরুণীর নাম রম্ভা। তখন রম্ভা বীরবলের হাত ধরে রথে করে তার ভবনে নিয়ে গেল। তারপর থেকে বীরবল প্রতিদিন নিয়মিতভাবে রম্ভার ভবনে যাওয়া আসা করতেন এবং কিছুক্ষণ তার সঙ্গে অতিবাহিত করতেন। রম্ভাও বীরবলকে যেমন ভালবাসে তেমনি শ্রদ্ধা করে।

একদিন পুলিসের বড়ো কর্তা কথায় কথায় বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বিয়ে করেছেন কি-না। উত্তরে

বীরবল বললেন, "উচ্চবংশের মেয়ে পেলে আমি বিয়ে করতে পারি। নইলে আমি আজীবন কুমারই থাকবো।"

কিছুদিন বাদে পুলিসের বড়ো কর্তা একটি সদ্‌বংশের মেয়ের খোঁজ পেলেন। তার নাম মনোরমা। বীরবলের তাকে পছন্দ হলো। খুব ধূমধামের সঙ্গে তিনি মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর বীরবল একটি নিয়ম করলেন যে, প্রতিদিন বাইরে যাবার আগে মনোরমার পিঠে তিনি বেত্রাঘাত করবেন। এই নির্মম ব্যবহারের কোন প্রতিবাদই সে করতো না।

একদিন বীরবল বাজার থেকে একটা পাকা তরমুজ কিনলেন। তরমুজটাকে তিনি কেটে দু' আধখানা করলেন এবং একটা লাল রুমালে সেই কাটা তরমুজ বেঁধে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এলেন। বাড়িতে এসে ভীষণ রাগের ভঙ্গীতে মনোরমাকে বললেন—"এই দ্যাখো, আমি যুবরাজকে খুন ক'রে তার কাটা-মাথা নিয়ে এসেছি। এই বাক্সর মধ্যে এটা রেখে আমি বাক্সটা তালা লাগিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে সাবধান ক'রে দিলাম, এ-কথা যেন কাউকে বলো না—বললে পরে তোমাকেও কেটে ফেলবো।" এই ব'লে তিনি চলে গেলেন।

বীরবল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনোরমা খুব হৈ-চৈ করলেন। গোলমাল শুনে পুলিসের বড়ো কর্তা একদল

পুলিস সঙ্গে করে বীরবলের বাড়ি এসে হাজির। মনোরমা তাঁকে বললে, "আপনি একটা পশুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার জীবনটা নষ্ট করেছেন। আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কী বলব ? এই দেখুন আপনার বন্ধু যুবরাজকে খুন ক'রে তার মাথাটা ঐ বাক্সর মধ্যে রেখে চলে গেছে।" এই ব'লে পিঠ খুলে সে চাবুকের দাগ দেখালো।

খবর শুনে পুলিসের বড়ো কর্তা অবাক্। তিনি মনে মনে বললেন, "ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে মানুষের বেশে বণিকটা একটা শয়তান। তার শয়তানির শাস্তি হওয়া উচিত। চাবুক মারবার জন্যে সে কী এই সদ্‌বংশের মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। ধিক্ তাকে।"

তখুনি তিনি বণিককে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন। শহর-কোতওয়ালরা বীরবলকে খুঁজে বের করলো এবং হাতে হাতকড়ি দিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার করতে করতে তাকে পুলিসের কর্তার কাছে হাজির করলো।

ভালমানুষের মতো বীরবল বললেন, "তোমরা একজন নিরীহ লোককে মারছ কেন ? আমি কী দোষ করেছি যে তোমরা আমাকে লাঞ্ছনা করছ ?"

পুলিসের বড়ো কর্তা রেগে ফেটে পড়লেন। চেঁচিয়ে বললেন, "চুপ কর্, শয়তান। এখনি তোর দুষ্কর্মের ফল ভোগ করবি।"

তারপর বীরবলকে হাজির করা হলো রাজার কাছে। রাজা সব শুনে রেগে আগুন। যুবরাজকে খুন করা, বৌকে চাবুক মারা—এত বড়ো শয়তান! রাজা তখুনি বীরবলের ফাঁসির হুকুম দিলেন। হুকুম হওয়া মাত্র তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। বধ্যভূমিতে যাবার সময় পথে বীরবলের সঙ্গে তাঁর ভৃত্যের দেখা। তাকে তিনি বললেন, "তোমার মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে খবর দাও যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছে এবং তিনি কি উত্তর দেন, সেটা আমাকে এখুনি এসে জানিয়ে যাও।"

বীরবলের ভৃত্য মনিবের কথামতো বাড়ি গিয়ে মনোরমাকে সব কথা খুলে বললো। কিন্তু এমন দুঃসংবাদেও তাকে একটুও বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। সে বললে, "গোল্লায় যাক্ তোর মনিব, যেমন কর্ম তার তেমনি ফল—আমি কি করব?"

ভৃত্য মনোরমার এই উত্তর নিয়ে যখন বীরবলের কাছে ফিরে এল, তখন তিনি তাকে আবার বললেন, "এইবার তুমি রম্ভার কাছে যাও এবং তাকে জানিও যে আমি এখুনি তার ওখানে আসছি। রম্ভা খবর পাওয়ামাত্র মাননীয় অতিথিকে সম্বর্ধনা করার জন্য আয়োজন করলো এবং রাস্তার দিকের বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে অধীরভাবেই বীরবলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

বীরবল পথে যেতে যেতে পুলিসের বড়ো কর্তাকে অনুরোধ করেন রম্ভার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার জন্যে। তিনি সে অনুরোধ রাখলেন। দূর থেকে হাতকড়ি-বাঁধা অবস্থায় তার প্রিয়তমকে দেখতে পেয়ে রম্ভার মনে করুণার সঞ্চার হলো। সে নিচে নেমে এল এবং পুলিসের বড়ো কর্তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলো, কী জন্যে শেঠজীর এই দুরবস্থা হয়েছে। তখনি সে তার হাতে দুশো টাকা দিয়ে বললে, "আপনি যদি দয়া ক'রে শেঠজীকে নিয়ে এই গাছটার ছায়ার তলায় একটু দাঁড়ান, তাহ'লে আমি বিশেষ বাধিত হব। আমি এখুনি রাজার কাছে গিয়ে বন্দীর জন্যে প্রাণ-ভিক্ষা করব। যদি ব্যর্থ হই, তখন আপনি এঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবেন।"

দুশো টাকা হাতে পেয়ে পুলিসের বড়ো কর্তা রম্ভার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে রম্ভা এলো রাজ-দরবারে। রাজাকে অভিবাদন জানায় সে আভূমি নত হ'য়ে। তারপর চিত্ত-বিমোহন নাচ ও গানে সে পরিতুষ্ট করলো রাজাকে। রাজা এমন বিমুগ্ধ হলেন যে, তিনি রম্ভাকে বললেন, "তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।" বীরবলের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করবার জন্যে রম্ভা অনুরোধ করলে রাজাকে।

রাজা তখুনি বিনাসর্তে বীরবলের মুক্তির হুকুম দিলেন। পুলিসের বড়ো কর্তা রাজার আদেশ পালন করলেন এবং তাঁর পুরাতন বন্ধুকে মুক্ত করে দিলেন। রম্ভা তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে এসে সেবায় পরিতুষ্ট করলো এবং জিজ্ঞাসা করলো কেমন করে এইরকম বিপদ তাঁর হলো ?

বীরবল বললেন, "এর জন্যে তুমি কিছু ভেব না, একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এ-বিপদ্ আমার নিজেরই গড়া। এখন আমি তোমাকে বিদায় জানিয়ে কিছুকালের জন্যে স্বদেশে ফিরে যাব। শীঘ্রই ফিরে আসব এবং তখন তোমাকে নিয়ে যাব।"

রম্ভা সজলচোখে বিদায় দিল বীরবলকে। যথাসময়ে বীরবল দিল্লী পৌঁছলেন এবং বাদশাকে জানালেন যে,মালবের রাজার দাবি এবার মেটানো যাবে, কারণ সেই চারটা জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সংবাদে বাদশা তো খুব আনন্দিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,"কোথায় সেগুলি ?" বীরবল উত্তর দিলেন, "মালব-রাজার দেশেই আছে। এই বার আপনি আমাকে সম্রাটের শীলমোহরাঙ্কিত একখানা পত্র দিন এবং সেই পত্রে লিখবেন ঃ "এই পত্রবাহক মারফৎ আপনার প্রার্থিত চারিটি জিনিস পাঠালাম।"

বাদশার সেই শীলমোহর-করা চিঠি নিয়ে বীরবল ফিরে এলেন মালবে। রাজাকে তিনি সংবাদ দিলেন যে, তিনি

বাদশা আকবরের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন এবং সেই চিঠি তিনি নিজে দেবেন রাজার হাতে। রাজা তখুনি ডেকে পাঠালেন বীরবলকে। বীরবল দরবারে এলেন, যথারীতি অভিবাদন জানালেন তাঁকে। রাজা বাদশার চিঠি-খানা পড়লেন এবং বীরবলকে বললেন সেই জিনিষ চারটি দরবারে উপস্থিত করতে। বীরবল উত্তর দিলেন যে, এখুনি তিনি তা করবেন। তারপর তাঁর ভৃত্যটির দিকে তাকিয়ে তিনি তাকে বললেন, "যাও এবং মনোরমা ও রম্ভাকে এখুনি সঙ্গে ক'রে দরবারে নিয়ে এস।"

রম্ভা ও মনোরমা এলো দরবারে। বীরবল তখন রাজাকে বললেন, "আপনার রাজ্যে এসে আমি বণিকের ছদ্মবেশে বাস করতে আরম্ভ করি। পুলিসের বড়ো কর্তার বাড়ির সামনেই আমার বাড়ি। তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়। তিনিই এই মনোরমার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেন। শুনেছিলাম—এ সদ্‌বংশের মেয়ে। তার গুণের পরীক্ষা করবার জন্যে আমি একদিন একটা পাকা তরমুজ কিনে সেটা দু'আধখানা ক'রে কাটি এবং একটা লাল রুমালে বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসি। বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললাম যে, আমি রাজপুত্রের মাথা কেটে এনেছি এবং এ-কথা কাউকে না বলার জন্যে তাকে সাবধান করে দিই। সে হৈ-চৈ ক'রে পুলিসে খবর দেয়। পুলিস আমাকে

এখানে ধরে নিয়ে আসে শাস্তির জন্যে। আমার প্রাণদণ্ডের আদেশে আমার স্ত্রী খুবই খুশি হয়। তাহলে এই মনোরমা-ই হলো উচ্চ বংশজাত, কিন্তু নীচ প্রকৃতির।

রাজা প্রথম জিনিষ পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন এবং তারপর চাইলেন দ্বিতীয় জিনিসটা।

বীরবল বলে চললেন, "এই রম্ভা একজন নর্তকী ও গায়িকা। আমাদের সমাজে এদের সাধারণতঃ নীচবংশজাত ব'লে গণ্য করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রতি রম্ভার যে ভালবাসা, তা অকৃত্রিম। সে যখন শুনলো, আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, তখন সে কী রকম কেঁদেছিল এবং কি ভাবে সে আমার জীবনরক্ষা করেছিল, তা আপনি জানেন। তা হ'লে এই রম্ভাই হলো নীচবংশজাত কিন্তু উচ্চ প্রকৃতির।"

"তোমার কথা ঠিক।" রাজা বললেন, "এখন তৃতীয় বস্তুটি কোথায়?"

"ঐ যে আপনার সামনে ব'সে রয়েছেন পুলিসের বড়ো কর্তা—উনিই হলেন রাস্তার কুকুর," বললেন বীরবল।

"কী আমি রাস্তার কুকুর?" গর্জন ক'রে ওঠেন পুলিসের বড়ো কর্তা তাঁর তরোয়ালের খাপ ছুঁয়ে।

"আমার বক্তব্য প্রমাণ করছি," বললেন বীরবল। "কুকুরের স্বভাব হলো যতক্ষণ সে তার মনিবের কাছ থেকে

খাওয়া পায় ততক্ষণ সে তার সেবা করে। আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন, কিন্তু বন্ধুর কাজ করেছেন কি? মনোরমার অভিযোগটা সত্যি কি-না সেটা একবার তদন্ত ক'রে দেখলেন না। আপনি কি বাক্সের মধ্যে রাজপুত্রের মাথা পেয়েছিলেন? আপনি মিছিমিছি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে হয়রান করেছেন। বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়ে আমার চরম লাঞ্ছনা করেছেন। রাজার কাছে সামান্য পুরস্কারের আশায় আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মহারাজ! এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, ইনি একটি রাস্তার কুকুর?"

রাজা বীরবলের বক্তব্য মেনে নিলেন। "এইবার তোমার চতুর্থ জিনিসটি হাজির করো দেখি," বললেন রাজা।

"মহারাজ, আমার বেয়াদপি মাপ করবেন। এখন আমাকে দেখাতে হবে সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট একটি গর্দভ। সে তো আপনি।" বললেন বীরবল।

সভাশুদ্ধ লোক তো স্তম্ভিত, বিস্মিত এই কথা শুনে। রাজার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সিংহাসন থেকে উঠে তরবারি স্পর্শ ক'রে তিনি কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন করে?"

"মহারাজ," বীরবল শান্তভাবে উত্তর দেন, "আমার অপরাধের বিষয় অনুসন্ধান না করেই আপনি এই স্বার্থপর

পুলিসের বড়ো কর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। রাজপুত্র সত্যই জীবিত না মৃত,



আপনি তার খোঁজ নিয়েছিলেন? মিথ্যা অভিযোগের ওপর

বিশ্বাস ক'রে বিচার, সিংহাসনে উপবিষ্ট গর্দভ ছাড়া আর কে করবে ? এখন আপনি আপনার প্রার্থিত চারটি জিনিসই পেলেন। বাদশার অবগতির জন্য আপনি এইবার আমাকে একটা রসিদ লিখে দিন, তা হ'লে আমি দিল্লী ফিরে যেতে পারি।"

তারপর বীরবল রম্ভা ও মনোরমা দু'জনকেই সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরলেন। দরবারে অভ্যর্থনা করলেন বাদশা তাঁর বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীটিকে এবং সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন। একটা মস্ত বড়ো জায়গির উপহার দিলেন বীরবলকে। এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছেন ব'লে বীরবল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

---

(৩২)

পাঁচটি প্রশ্ন

একদিন বাদশা সকলের আগে দরবারে এলেন। ঠিক করলেন, আজ তিনি প্রত্যেক পারিষদকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। একে একে পারিষদেরা আসতে আরম্ভ

করলেন। প্রথমে এলেন আনোয়ার খাঁ, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া—ইয়া গোঁফ আর গালপাট্টা দাড়ি। মাথায় পশমী পাগড়িতে ঝলমল করছে কত হীরা-মুক্তা। কিন্তু পাগড়ির নিচে মাথাটার মধ্যে বুদ্ধি কতটুকু, সম্রাট্ আজ তার পরীক্ষা করবেন। তাকে বললেন, "আনোয়ার খাঁ, আমার পাঁচটি প্রশ্নের ঠিকঠিক জবাব দিতে পারো?"

"সম্রাট্, পাঁচটা কেন, বান্দা পঁচিশটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে," বললেন আনোয়ার খাঁ গোঁফে চাড়া দিয়ে।

বাদশা তখন এই প্রশ্ন পাঁচটি বললেন:

(১) সবচেয়ে ভাল ফুল কোন্‌টি?

(২) কার সবচেয়ে ভাল দাঁত আছে?

(৩) কার পুত্র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?

(৪) কে শ্রেষ্ঠ রাজা?

(৫) সবচেয়ে মহৎ গুণ কি?

প্রশ্ন শুনে তো আনোয়ার খানের চক্ষুস্থির—এ কঠিন প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁর বুদ্ধির বাইরে। তিনি উত্তর দিলেন, "সম্রাট্, আমার উত্তর নির্ভুল না হ'তে পারে। তাই অন্যান্য পারিষদদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি এর জবাব দেব, তা হ'লে ভুল হবে না।"

বাদশা সম্মত হলেন। একে একে সব পারিষদ এসে হাজির হলেন। আসতে পারলেন না শুধু বীরবল; কী

একটা কাজে তিনি আটকে পড়েছেন। পারিষদদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আনোয়ার খাঁ বললেন, "সম্রাট, আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। অনুমতি হ'লে বলি।"

আকবর অনুমতি দিলেন। আনোয়ার খাঁ তখন বলতে শুরু করলেন : সম্রাট! (১) গোলাপ ফুল সবচেয়ে ভাল। (২) হাতির দাঁত সবচেয়ে ভাল। (৩) রাজপুত্র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪) সার্বভৌম নৃপতি শ্রেষ্ঠ রাজা আর (৫) বিদ্যা-ই মহৎ গুণ।

পারিষদেরা মনে করেছিলেন, উত্তরগুলো নিভুলই হয়েছে; কিন্তু তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না, যখন শুনলেন একটা উত্তরও বাদশার পছন্দ হয়নি।

এমন সময় এলেন বীরবল। বাদশা তাঁকেও ঐ পাচটি প্রশ্ন করলেন। বীরবল তখুনি জবাব দিলেন : (১) কাপাস ফুল সবচেয়ে ভাল, কারণ এর থেকে আমরা কাপড় পাই, (২) লাঙলের দাঁত সবচেয়ে ভাল, কারণ এর দ্বারা যে-শস্য উৎপাদন হয় তাই খেয়ে মানুষ বাঁচে, (৩) গাভীর পুত্রই (ষাঁড়) শ্রেষ্ঠ—কারণ ইহা লাঙল টানে ও জমি চাষ করে, (৪) ইন্দ্র সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজা, কারণ তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন, যার দ্বারা শস্য ও শাকসব্জী উৎপন্ন হয় এবং (৫) সাহসই শ্রেষ্ঠ গুণ, কারণ ঈশ্বর সাহসী লোককেই সর্বদা সাহায্য করে থাকেন।

বীরবলের উত্তর শুনে আকবর খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং পারিষদেরাও একবাক্যে দরবারের এই বিচক্ষণ মন্ত্রীর প্রশংসা করলেন।

---

(৩৩)

এ দুঃসংবাদ দেবে কে ?

একবার দিল্লী শহরে মস্ত একটা মেলা বসেছিল। মেলার শেষে একজন ফকির এল আকবরের কাছে এবং তাঁকে একটি সুন্দর টিয়াপাখি উপহার দিয়ে বললে, "পাখিটি সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারে, গান গাইতেও পারে।" বাদশার খুব পছন্দ হলো পাখিটা। পাখিটা নিয়ে তার সেবাযত্নের ভার দিলেন একটি ভৃত্যের ওপর। তাকে তিনি সাবধান ক'রে দিলেন এই ব'লে যে, সে যেন এর খুব যত্ন করে, এর যদি কোনো অসুখ-বিসুখ করে তখুনি আমাকে জানাবে ; কিন্তু পাখিটা যদি মারা যায়, সেই দুঃসংবাদ যে আমাকে দেবে, আমি তার গর্দান নেব।

বেচারা ভৃত্য খুব যত্নের সঙ্গে টিয়াপাখিটার সেবা করতে লাগ্‌লো এবং তাকে নিজের প্রাণের মতো জ্ঞান করলো। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখিটা একদিন হঠাৎ মারা গেল। ভৃত্যটি তো ভয়ে মরে, কারণ বাদশাকে এই দুঃসংবাদ দিলে নিশ্চয়ই তার গর্দান যাবে। হতবুদ্ধি হ'য়ে সে যখন ভাব্‌ছে তখন দেখা গেল অন্দর-মহলে বীরবল প্রবেশ করছেন। সে বীরবলের শরণাপন্ন হলো এবং আভূমি নত হয়ে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করলো।

বীরবল তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বাদশাকে এই দুঃসংবাদ দেবার ভার নিলেন। বাদশা যেখানে ব'সে বিশ্রাম করছিলেন, ধীরে ধীরে বীরবল এলেন সেখানে।

"কী সংবাদ, বীরবল?" জিজ্ঞাসা করলেন সম্রাট।

"সম্রাট্‌! আমাদের টিয়া……"

"টিয়াটা কী মারা গেছে?" ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন সম্রাট্‌।

"না, সম্রাট্‌। সে কী মরবার পাখি? এটা একটা তপস্বী পাখি। এখন এ গভীর ধ্যানে মগ্ন। আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বুঁজে সে দাঁড়ের ওপর ব'সে আছে। তার ডানা দু'টি স্থির—যেন কিসের ভাবে সে নিস্পন্দ

"তা হ'লে বলো না যে পাখিটা মারা গেছে ?" বললেন সম্রাট্।

"সম্রাট্, সে যাই হোক, আমার মনে হয় পাখিটা প্রায়শ্চিত্ত করছে। আপনি কি একবার স্বচক্ষে দেখ্‌বেন ?



বাদশা সম্মত হলেন। বীরবলকে সঙ্গে ক'রে তিনি এলেন দাঁড়ের কাছে। দেখলেন, পাখিটা সত্যিই মারা গেছে। বাদশা চিৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন, "বীরবল,

এ বড় আশ্চর্য যে, তোমার মতো বুদ্ধিমান্‌ লোক বুঝতে পারল না যে পাখিটা মারা গেছে না ভাবের ঘোরে নিস্পন্দ রয়েছে। তোমার সর্বজ্ঞতার গৌরবের হানি হয় না এতে? তুমি যদি তখনি বলতে মারা গেছে, তা হ'লে আমার আর এখানে কষ্ট ক'রে আসতে হতো না।"

"তা হ'লে তো আপনি আমার মাথাই কাটতেন।" বললেন বীরবল হাত জোড় ক'রে। বাদশা তখন বীরবলের বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে পারলেন না।

---

(৩৪)

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ও বীরবল

একদিন দিল্লী শহরে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত এসে উপস্থিত। তিনি শুনেছিলেন, বাদশা আকবরের দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী আছেন। তিনি সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর দরবারে এলেন। তিনি বললেন, "যদি অনুমতি করেন সম্রাট, তা হ'লে আপনার পারিষদদের কতকগুলি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।"

"স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।" বললেন বাদশা।

"এক একজন একটা ক'রে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। যদি তিনি উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তিনি আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারবেন না।"

"বেশ তাই হবে।" বললেন বাদশা।

পণ্ডিত আরম্ভ করলেন : "যৌবনকালে মানুষের কর্তব্য কি ?"

একজন পারিষদ উত্তর দিলেন : "তার সৎকাজ করা উচিত।"

"না," পণ্ডিত বললেন, "ঠিক হলো না। সৎকাজ তো মানুষের সারাজীবনই করা উচিত।"

"ভগবান তাকে যেমন রাখেন, তার ঠিক সেই রকমই থাকা উচিত।" বললেন আর একজন।

সে-উত্তরও পণ্ডিতের পছন্দ হলো না। ফলে অন্যান্য পারিষদেরা উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না, পাছে তাঁদের স্বল্প বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়ে যায়। তাঁরা ভাবলেন হয় জগন্নাথ পণ্ডিত না হয় বীরবল এই পণ্ডিতের প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারবেন। কিন্তু জগন্নাথ পণ্ডিত সেদিন দরবারে অনুপস্থিত, কাজেই দরবারের সুনাম রক্ষার দায়িত্ব গিয়ে পড়লো বীরবলের ওপর।

তখুনি বীরবল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন : "পণ্ডিত, বৃদ্ধকালে সুখে থাকা যায় এমন কাজই যৌবনে করা উচিত।"

পণ্ডিত খুশি। তারপর চললো পণ্ডিতে-বীরবলে প্রশ্ন ও উত্তরের মল্লযুদ্ধ।

পণ্ডিত। দেরি করে আসে, কিন্তু সকাল সকাল যায়, সে কি জিনিস?



বীরবল। দাঁত। জন্মের পরে ওঠে, মৃত্যুর পূর্বে পড়ে যায়।

পণ্ডিত। বিনাশপ্রাপ্ত এমন জিনিস কি?

বীরবল। সুনাম।

পণ্ডিত। কাছাকাছি থেকেও কোন্ দু'টো জিনিস পরস্পরকে দেখতে পায় না?

বীরবল। চোখ।

পণ্ডিত। সুখের মূল কি ?

বীরবল। সন্তোষ।

পণ্ডিত। কোন্ জিনিস মূল্যবান ও প্রশংসার যোগ্য ?

বীরবল। হাতের তৈরি জিনিস।

পণ্ডিত। সবচেয়ে উত্তম পেশা কি ?

বীরবল। কৃষিকার্য—সকল মানুষের জীবন রক্ষা পায়।

পণ্ডিত। মূর্খ কে ?

বীরবল। যে নিজের স্বার্থ বুঝে না।

পণ্ডিত। ঝগড়ার হেতু কি ?

বীরবল। কৌতুক।

পণ্ডিত। কাজ কখন ঠিকমত নিষ্পন্ন হয় ?

বীরবল। যখন আমরা নিজে করি।

এইভাবে পণ্ডিত যত প্রশ্ন করেন, বীরবল টপটপ ক'রে উত্তর দেন। পণ্ডিত নিজের পরাজয় স্বীকার করলেন। আকবর তখন দু'জনকেই পুরস্কৃত করলেন।

(৩৫)

কা'র চাকর ?

"বীরবল," একদিন বাদশা বললেন, "ভাজা আলু অতি উপাদেয়। আমি এ খুব পছন্দ করি।"

"তাই তো এর সর্বত্র প্রচলন। এ সত্যিই উপাদেয়।" উত্তরে বললেন বীরবল।

কিছুদিন আকবর আলুর নিন্দে করতে শুরু করলেন। বীরবলও অমনি বাদশার কথায় সায় দিতে লাগলেন। "সম্রাট্! ঠিকই বলেছেন, আলুর মতো বিশ্রী জিনিস আর নেই। এ খেলে পেটের মধ্যে গ্যাস হয়, আর সমস্ত শরীর অসোয়াস্তি করে।"

এই কথা শুনে আকবর বললেন, "বীরবল তুমি তো খাসা মিথ্যে বলতে পারো। এই তো সেদিন তুমি আলুর সুখ্যাতি করলে, আর আজ তুমি এর নিন্দে করছ। এই বিসদৃশ আচরণের মানে কি ?"

বীরবল অমনি সবিনয়ে বললেন, "সম্রাট্! সুবিচার করুন। আমি কার চাকর—আপনার না আলুর ?"

"নিশ্চয়ই আমার," উত্তর দিলেন বাদশা।

তা হ'লে আমার আনুগত্য আপনার প্রতি হওয়াই উচিত। কাজেই আপনাকে তুষ্ট করাই আমার প্রধান কাজ, সম্রাট্ !

এই উত্তর শুনে বাদশা খুব হাসলেন।

---

(৩৬)

আলোয় অন্ধকার

একদিন বাদশা বললেন, "বীরবল সূর্যের আলোয় তো সবই দেখা যায়। এমন জিনিস কিছু আছে যা সূর্যের আলোতেও দেখা যায় না ?"

"আছে বৈকি সম্রাট্ !" উত্তর দিলেন বীরবল। সূর্যের আলোয় অন্ধকারকে দেখা যায় না।

---

(৩৭)

ঠাট্টায় জব্দ

একবার বীরবলকে জব্দ করবার মতলবে বাদশা বললেন, "দেখ বীরবল, কাল রাত্তে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একটা চন্দনের হ্রদের মধ্যে পড়ে গেছি। আর তুমি কোথায় পড়েছিলে জান?"

"না, সম্রাট্!" উত্তর দিলেন বীরবল।

"দেখলাম তুমি পড়েছ একটা নর্দমার মধ্যে।" বললেন বাদশা।



"আমিও ঐরকম একটা স্বপ্ন দেখেছি," বললেন বীরবল, "তবে আমার স্বপ্নের মধ্যে আর একটু ছিল।"

"কী সেটা?"

"স্বপ্নে দেখলাম, আমি আপনার গা চাট্‌ছি আর আপনি আমার গা চাট্‌ছেন।

"তা কি করে হয়?"

"আজ্ঞে চন্দনের হ্রদ আর নর্দমাটা যে পাশাপাশি ছিল।"

এইভাবে ঠাট্টা করতে গিয়ে নিজে জব্দ হ'য়ে বাদশা চুপ করলেন।

---

(৩৮)

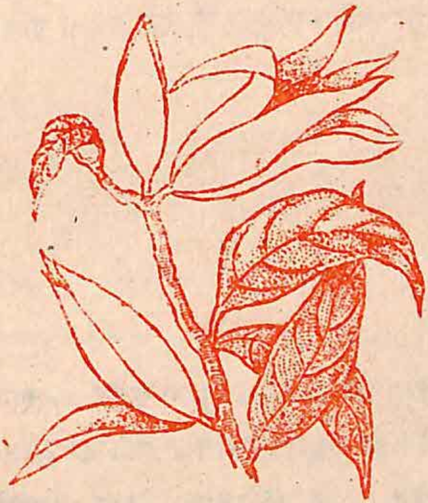
চাঁপা ফুল

একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাবেলায় বাদশা ও বীরবল বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। বাদশাহী বাগান, অজস্র সুন্দর সুগন্ধ ফুলে ভরা, আর কত না ফলের গাছ। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা জলের ফোয়ারা, সেই ফোয়ারার জল আর ফুলের সুগন্ধে চারদিকে এক মনোরম স্নিগ্ধতা।

সেই সময় সম্রাট্‌ দেখলেন ফুলেতে মৌমাছি ব'সে মধুপান করছে—প্রায় সব ফুলের ওপরই মৌমাছি

ব'সেছিল ; কেবল একটি ফুলের গাছে কোনো মৌমাছিই ছিল না। সেটি চাঁপা ফুলের গাছ। আকবর তখন বললেন, "বীরবল, বলতে পারো, মৌমাছিরা সব ফুলে বসে, চাঁপা ফুলে বসে না কেন ?"

"সম্রাট্ ! এতো খুব সোজা," বললেন বীরবল, এক কবি চাঁপা ফুল সম্বন্ধে লিখেছেন। সেটা এই ঃ



চম্পা লো চম্পা ! তুই তিনটি গুণের ফুল,
রঙে, গন্ধে, বাহারে নেই তোর সমতুল।
দোষ আছে শুধু একটা, আর সবি গুণ,
তোকে ঘিরে অলি করেনাকো গুন্‌গুন।

"আর একজন কবি বলেছেন যে, চাঁপা ফুলের রঙ নাকি শ্রীমতী রাধিকার রঙের মতো; আর মৌমাছি হলো শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ রাধার স্বামী, তাই মৌমাছি কখনও চাঁপা ফুলের কাছে যায় না। তবে এসবই কবিদের কল্পনা। আসল কথা হলো, চাঁপার গন্ধ বড় তীব্র, মৌমাছি তা সহ্য করতে পারে না। তাই মৌমাছি চাঁপা ফুল থেকে দূরে থাকে।"

বীরবলের এই চমৎকার উত্তরে বাদশা খুশি হলেন।

---

(৩৯)

মস্তিষ্কহীন

বৃদ্ধবয়সে বাদশা তাঁর সাদা চুলে কলপ ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি যখন চুলে কলপ লাগাচ্ছিলেন, তখন বীরবল এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে বাদশা জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বীরবল, চুলে কলপ লাগালে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হয় না তো?"

"সম্রাট," বীরবল উত্তর দিলেন, "যারা কলপ ব্যবহার করে, তাদের মস্তিষ্ক নামক কোনো বস্তুই নাই।"

"কেমন ক'রে জানলে, তারা মস্তিষ্কহীন?" জিজ্ঞাসা করেন আকবর।

বীরবল বললেন, "যদি তাদের মস্তিষ্কই থাক্‌বে তা হলে তারা যৌবন ফিরে পাবার জন্যে এমন বৃথা চেষ্টা করে পরিশ্রমের অপচয় করত না।"

বাদশা সেদিন থেকে আর কলপ ব্যবহার করতেন না।

---

(৪০)

প্রদীপের নিচেই অন্ধকার

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাদশা ও বীরবল দু'জনে শহরের একটা মিনারের ওপর বসেছিলেন। তাঁরা রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সেই সময়ে একজন ধনী ব্যবসায়ী মিনারের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন দস্যু এসে তাকে আক্রমণ করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে চলে গেল। বাদশা ব'সে ব'সে ঘটনাটা নিজের চক্ষে দেখলেন। ব্যবসায়ীটি তাঁর কাছে এসে সাহায্য চাইলো। "দস্যুরা, সম্রাটের চোখের সামনে আমাকে আক্রমণ ক'রে লুঠ ক'রে মনের

আনন্দে চলে গেল, অথচ সম্রাট্ কোন সাহায্যই করলেন না।"



বাদশার খুবই রাগ হয়েছিল এই রকম একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি দেখে। তিনি বীরবলের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"আমার রাজ্যে তোমরা কি এইরকম বন্দোবস্ত রেখেছ। যখনই আমি আইন ও শৃঙ্খলার কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলে থাক, সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তোমরা আমাকে অন্ধকারে রেখেছ! স্বচক্ষে দেখলাম চার-চারটা ডাকাতে ব্যবসায়ীটির সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে চলে গেল।"

"সম্রাট্," যুক্তকরে বীরবল বললেন, "প্রদীপের নিচে সব সময়েই অন্ধকার। এ অতি প্রাচীন প্রবাদ এবং এই প্রবাদটি সর্বত্র স্বীকৃত। মোগলবংশের প্রদীপ হিসাবে আপনি এই মীনারের ওপর বসে আছেন, কাজেই মীনারের তলদেশ যে অন্ধকারে ঢাকা থাকবে, এতো স্বাভাবিক। এখন দেখুন অন্ধকারটা অন্যত্র আছে কি-না।"

বীরবলের উত্তরে বাদশা খুশি হলেন। তিনি তখনই অশ্বারোহী প্রহরীদের আদেশ দিলেন দস্যুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে এবং তাদের গ্রেপ্তার ক'রে দরবারে হাজির করতে।

চোর ধরা

একবার একটা জাহাজে মস্ত বড়ো একটা চুরি হ'য়ে গেল। জাহাজের কাপ্তেন অনেক চেষ্টা করেও চোর ধরতে পারল না, অবশেষে সে এক কাজ করলে। যাকে যাকে তার সন্দেহ হলো তাদের সে সম্রাট্ আকবরের সম্মুখে এনে হাজির করলো এবং তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করলো। বাদশা মন দিয়ে কাপ্তেনের কথা শুনলেন। তখন তিনি সন্দেহভাজনদের ভেতর থেকে প্রকৃত চোরকে ধরবার দায়িত্ব দিলেন তাঁর বুদ্ধিমান মন্ত্রী বীরবলের ওপর।

বীরবল একটা কৌশল করলেন। তিনি কিছু ময়দা সংগ্রহ করে আনালেন। একমুঠো করে ময়দা প্রত্যেককে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মুখের লালা দিয়ে এই ময়দা ভিজাবে এবং দলা পাকাবে। দলা পাকানো হলে পরে তখন আমার ঐশী ক্ষমতার বলে আসল অপরাধীকে ধরে ফেলবো।"

যাদের সন্দেহ করে ধরে আনা হয়েছে একজন বাদে তাদের সকলেই মুখের লালা দিয়ে ময়দা ভিজাবার চেষ্টা করলো। যে করল না, বীরবলের কথা শুনে তার লালা একেবারে শুখিয়ে গেছে। সে কিছুতেই ময়দা ভিজাতে

পারল না। বীরবল তাকে দেখেই বুঝলেন যে, সে-ই প্রকৃত অপরাধী। জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে তার অপরাধ স্বীকার করল এবং অপহৃত জিনিসগুলি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে দেখিয়ে দিল।

চোর-ধরার এই অভিনব উপায় দেখে বাদশা বীরবলের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

---

(৪২)

চোখের ভুল

বাদশার শয্যা প্রস্তুত করবার ভার ছিল হারেমের একটি চাকরের ওপর। একদিন সে মনে মনে বললে, "বিছানা ঠিক হয় না ব'লে সম্রাট রোজই আমাকে গালাগালি করেন। আজ আমি খুব যত্নের সঙ্গে তাঁর শয্যা তৈরি করব।" এই ব'লে সে বাদশার শোবার ঘরটি যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার ক'রে খুব পরিপাটি ক'রে বিছানা তৈরি করলো।

বিছানা তৈরি হ'য়ে গেলে পরে, সে আবার নিজের মনে বললে, "বিছানাটি তো বেশ নরম হয়েছে মনে হচ্ছে।

এখন বাদশার ঘুম হ'লে হয়। চোখে দেখে তো বিছানাটা পরিপাটি মনে হচ্ছে, তবু চক্ষের ভ্রমও হ'তে পারে, তার চেয়ে বরং একবার নিজে শুয়ে দেখি।" এই ব'লে ভৃত্যটি একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে বাদশাহী-পালঙ্কে শুয়ে পড়লো।

অমন নরম আরামের বিছানা ; তার ওপর সারাদিনের খাটুনি, শোয়ামাত্র সে ঘুমে অচৈতন্য হলো। কিছুক্ষণ বাদে বেগম এলেন সেই ঘরে। বাদশাহের বিছানায় আপাদমস্তক ঢাকা একজন শুয়ে থাকতে দেখে, বেগম মনে করলেন, নিশ্চয়ই বাদশা সারাদিনের কাজের পর ঘুমুচ্ছেন। তিনি তাঁকে আর ঘুম থেকে তুললেন না, তার একপাশে চুপ ক'রে শুয়ে পড়লেন।

এদিকে দরবারের কাজ সেরে বাদশা ঢুকলেন অন্দর-মহলে। এলেন তাঁর শোবার ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকে বেগমের পাশে একজন ঘুমুচ্ছে দেখে, তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। তখনি খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন, তার মাথা কাটবার জন্যে। ঠিক সেই সময় বীরবলের একটি উপদেশ তাঁর মনে পড়লো—'এমন কি চোখেরও ভুল হতে পারে।' তিনি একটু চিন্তা করলেন, তারপর মনে মনে বললেন, "এখুনি বীরবলকে ডেকে পাঠাই এবং তার এই উপদেশ-বাণী যে মিথ্যা, সেটা প্রমাণ করে

দিই। চোখে দেখ্‌ছি একটা লোক আমার পালঙ্কে বেগমের পাশে শুয়ে—এর মধ্যে চোখের ভুল কোথায়?”



তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং বীরবলকে তখনি ডেকে পাঠালেন। বীরবল এসে বাদশার মুখে সব ঘটনা শুনে বললেন, “চলুন একবার দেখে আসি, ব্যাপারটা কী।”

তাঁরা দু'জনে এলেন বাদশার শোবার ঘরে। বীরবল বাদশাকে একটা পর্দার অন্তরালে থাকতে অনুরোধ করলেন। তারপর তিনি বেগমকে জাগালেন। বেগম ঘুম থেকে উঠতেই তিনি তাঁর পাশের নিদ্রিত লোকটির দিকে আঙুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ঘুমুচ্ছে?"

তাঁদের শয়নকক্ষে বীরবলকে দেখে বেগম তো রেগে আগুন। এতবড় বেয়াদফি ঃ "আপনার লজ্জা হলো না এখানে এসময়ে আসতে? কী স্পর্ধা আপনার যে জিজ্ঞাসা করেন, কে ঘুমুচ্ছে? সারাদিনের কাজের পর সম্রাট একটু বিশ্রাম করছেন, আপনি এখানেও এসেছেন তাঁকে ব্যাঘাত করতে। কই, আমি তো তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করিনি, যখন ঘরে এসে দেখলাম তিনি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন। আপনি কেন এই সময়ে এসে আমাকে এই প্রশ্ন করছেন? এর জন্যে আপনার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। সম্রাট ঘুম থেকে উঠুন, তারপর আমি আপনার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে নালিশ করব।"

বীরবল বললেন, "বেগম সাহেবা, আমাকে মাফ করবেন। একটা জরুরী কাজে আমাকে এখানে অন্দর-মহলে এই সময়ে আসতে হলো। একটা সরকারী ব্যাপারে সম্রাটের সঙ্গে আমাকে পরামর্শ করতে হবে। আপনি কি একটু পাশের ঘরে যাবেন?"

বেগম তখুনি উঠে চলে গেলেন। বীরবল তখন পালঙ্কে শায়িত লোকটির গা থেকে কম্বলখানা টেনে তুললেন। চাকরটি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তিনি তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন। ঘুম থেকে উঠ্‌লো সে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে পালঙ্ক থেকে সে নাম্‌লো। সামনে বীরবলকে দেখে সে অবাক্ এবং কী বলবে ভেবেই পেল না। বীরবল রাগতভাবে বললেন, "এই বান্দা, তুই এখানে কী করছিলি?"

"হুজুর," ভৃত্যটি উত্তর দিলো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, "আমি সত্যি বলবো। বাদশা আমাকে প্রায়ই বকেন বিছানা ঠিকমত করতে পারিনে ব'লে। আজ রাতে তাই খুব যত্ন নিয়ে তাঁর জন্যে বিছানাটা তৈরি করি এবং ঠিক হলো কি-না পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে তার ওপর একটু শুই। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। সারাদিনের খাটুনির পর অচিরেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হই। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বীরবল তাকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। বাদশা তখন পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন। এখন তিনি বুঝলেন যে, বীরবলের কথা সত্য—সত্যই চোখের ভুল হয়।

পুরস্কারের অর্ধ ভাগ

আকবরের সভায় প্রায়ই বিদ্বান্, কবি, গায়ক ও শিল্পীর সমাবেশ হতো। তারা স্ব-স্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বাদশার কাছ থেকে যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভ করতো। বীরবল যখন প্রথম দিল্লী এলেন, তখন আকবরের দরবারে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কেউ ছিল না। বাদশার দরবারে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাঁর আসন করে নেবেন, এই ছিল বীরবলের আশা। কিন্তু দরবারে প্রবেশ করাই ছিল কঠিন।

দরবারের প্রবেশ পথে পা দিয়েই তিনি বুঝলেন যে, প্রত্যেক নবাগতকে দ্বাররক্ষে কিছু রৌপ্যমুদ্রা ভেট দিতে হয়, তবে ভেতরে যাবার অনুমতি পাওয়া যায়। তাঁকে দেখে দ্বার-রক্ষক বললে, "কোথায় যাবে?"

"দরবারে। আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি," উত্তর দিলেন বীরবল।

"সে হবেনা, অত সহজে ভেতরে ঢোকা যায় না," বললে দ্বার-রক্ষক।

"তাহলে কী করতে হবে?" জিজ্ঞাসা করেন বীরবল।

"ভেতরে যাবার আগে আমাকে সন্তুষ্ট করতে হবে," সে বললে।

"বেশ, তাই হবে। আমাকে এখন যেতে দাও।"

"আমাকে কী দেবে ?"

"এখন তো আমার কাছে কিছু নেই। বাদশার কাছ থেকে আমি যা পাবো, তার অর্ধেক তোমাকে দেব।"

"ঠিক কথা তো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে ভেতরে যেতে পারো। ভুলে যেও না কিন্তু।"

বীরবল ঢুকলেন দিল্লীশ্বরের মণিমাণিক্য খচিত বিরাট্ দরবার গৃহে। সরস-গল্প আর কথার ইন্দ্রজালে তিনি মুগ্ধ করলেন বাদশাকে। বাদশা এমন খুশি হলেন যে, বীরবলের পছন্দমতো পুরস্কার দিতে রাজী হলেন।

"সম্রাট্! বীরবল বললেন "আমি কোনো পার্থিব জিনিস চাই না। যদি আপনি আমার ওপর খুশি হ'য়ে থাকেন, তাহলে আমাকে পুরস্কার-স্বরূপ একশো বেত্রাঘাতের দণ্ড দিন।"

"বেত্রাঘাত!" বিস্মিত বাদশা জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ সম্রাট্, বেত্রাঘাত।" উত্তর দিলেন বীরবল।

"তুমি কি পাগল। পুরস্কার হিসেবে কেউ বেত্রাঘাত প্রার্থনা করে ?"

"আমি জানি, আমি কী বলছি। আমিই প্রথম যে আপনার সভায় এই ধরণের পুরস্কার প্রার্থনা করলো।" উত্তর দিলেন বীরবল।

"কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? একমাত্র অপরাধীরই বেত্রদণ্ড হয়। তোমাকে সে-দণ্ড দিই কেমন করে?" বললেন বিমূঢ় সম্রাট্।

"সম্রাট্! আপনি আমাকে আমার পছন্দমতো পুরস্কার নিতে আদেশ দিয়েছেন। যদি আমার পছন্দমতো পুরস্কার না দিতে পারেন, বলুন আমি ফিরে যাই।"

বীরবলের কঠিন সংকল্প দেখে আকবর তাঁর কথা রাখবার জন্য একজন প্রহরীকে ডেকে সেইমত নির্দেশ দিলেন। খালি বলে দিলেন, যেন আস্তে আস্তে মারা হয়। পঞ্চাশবার যখন মারা হয়েছে তখন বীরবল বললেন, "দাঁড়াও!"

"কেন তুমি কী আর সহ্য করতে পারছ না?" বললেন সম্রাট্।

"ঠিক তা নয় সম্রাট্।" উত্তর দিলেন বীরবল, "আমার একজন বখরাদার আছে। তাকে আমার পুরস্কারের অর্ধেক দিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি।"

"কোথায় সে? সে নিশ্চয়ই তোমার মত নির্বোধ।"

"সে আপনার দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জানি না সে নির্বোধ, না বদ্‌মায়েস। সম্রাটই তা ভালো রকম জানেন।"

"ডাকো তাকে এখানে।" বললেন সম্রাট্।

"সম্রাটের যা আদেশ।" এই ব'লে বীরবল চলে গেলেন এবং তখুনি সেই দ্বার-রক্ষীকে সঙ্গে ক'রে দরবারে ফিরলেন।

"কোথায় তোমার বখরাদার?" জিজ্ঞাসা করেন আকবর।

"এই লোকটি," এই ব'লে বীরবল দ্বার-রক্ষীর দিকে আঙুল দেখালেন।

"এতো আমার দ্বার-রক্ষী। এ কেমন ক'রে তোমার বখরাদার হবে?" জিজ্ঞাসা করেন সম্রাট্।

"সম্রাট্!" উত্তর দিলেন বীরবল সবিনয়ে, "আমি এখানে প্রবেশ করবার আগে এর কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে, দরবারে আমি যা পুরস্কার লাভ করবো, তার অর্ধেক একে দেব।"

"তার মানে এ তোমার কাছে ঘুষ চেয়েছিলো," মন্তব্য করলেন বাদশা।

"এ বললে, এই-ই এখানকার নিয়ম।" বীরবল বললেন।

"সে কি তোমাকে বলেছিল যে ঘুষ আদায় করা এখানকার নিয়ম?" বললেন সম্রাট্ কঠিনস্বরে।

"সে বললে, কোনো আগন্তুকই তাকে কিছু দর্শনী না দিয়ে দরবারে প্রবেশ করতে পারে না।"

আকবর পারিষদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কথা সত্যি ?"

তখন কোনো কোনো পারিষদ উত্তর দিলো যে, তাদেরও এইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে অতীতে।



"বটে দাও ওকে পুরস্কারের অর্ধেক ভাগ—আচ্ছা করে চাবকাও ওকে।" হুকুম দিলে বাদশা প্রহরীকে।

দ্বার-রক্ষী তো অবাক্। বীরবল তাকে বললেন, "আমাদের চুক্তিমতো আমার পুরস্কারের অর্ধেক তোমার পাওনা। আমি একশো ঘা বেত্রদণ্ড লাভ করেছি, এর অর্ধেক আমি গ্রহণ করেছি, এখন বাকী অর্ধেক তুমি গ্রহণ করো।"

শুধু পঞ্চাশ ঘা বেত খেয়েই দ্বার-রক্ষী রেহাই পেল না। ঘুষ নেবার অপরাধে বাদশা তাকে আরো গুরুতর দণ্ড দিলেন।

বীরবলের চতুরতায় সন্তুষ্ট হয়ে বাদশা তাঁকে প্রচুর পারিতোষিক তো দিলেনই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দরবারে একটি স্থায়ী আসন দিলেন।

---

(৪৪)

ভগবানের চেয়ে বড়

একদিন বাদশা জানতে চাইলেন, কে বড়—তিনি, না ভগবান?

"সম্রাট্! নিঃসন্দেহে আপনি ভগবানের চেয়ে বড়," উত্তর দিলেন বীরবল, "কারণ, আপনি যা পারেন, ভগবান্ তা করতে পারেন না।"

"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কী লোপ পেয়েছে, বীরবল? তুমি কি বলতে চাও যে, এমন বিষয় আছে যা ভগবান্ পারেন না, আমি পারি?"

"ঠিক তাই, সম্রাট্।"

"এমন কিছু নেই যা ভগবান্ করতে পারেন না", বললেন একজন পারিষদ যে বীরবলের হিংসা করতো।

"আছে।" বললেন বীরবল দৃঢ়ভাবে।

"হয়তো সে কোনো খারাপ কাজ," আরেকজন খারাপ পারিষদ মন্তব্য করলেন।

"তাহলে কি বলতে চান যে, আমাদের সম্রাট্ খারাপ কাজ ক'রে থাকেন," বললেন বীরবল তেমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে।

"না, না, সে কথা নয়। আমি ভগবানের কথা বলছিলাম", উত্তর দিল সে।

"কিন্তু আমি বলছিলাম এমন কিছু আছে যা আমাদের বাদশা পারেন, ভগবান্ করতে পারেন না। আর আপনারা ঠিক তার উল্টো বলছেন যার মানে আমাদের সম্রাট্ এমনি ধরণের কাজ করে থাকেন?" বললেন বীরবল।

পারিষদ এবার লজ্জিত হলেন এবং বীরবলের সঙ্গে আর তর্ক করলেন না। তখন আকবর বললেন, "শোনো বীরবল, ও-সব তর্ক থাক, হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বলো, কী এমন কাজ আছে যা ভগবান্ পারেন না, অথচ আমি পারি।"

"সম্রাট্, প্রয়োজন হ'লে আপনি কি কোনো অপরাধীকে যাবজ্জীবন নির্বাসনের আদেশ দিতে পারেন ?" বললেন বীরবল।

"নিশ্চয়ই পারি। কেউ যদি তেমন গুরুতর অপরাধ করে, আমি তাকে নির্বাসনে পাঠাতে দ্বিধা করব না।"

"কিন্তু ভগবান তা পারেন না—ইচ্ছা করলেও পারেন না।"

"কেন পারেন না ?" জিজ্ঞাসা করেন বাদশা।

"তিনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যা তাঁর শাসনের বাইরে। তাহলে যদি তিনি কাউকে নির্বাসনে পাঠাতে চান, তাকে কোথায় পাঠাবেন ? তাই গুরুতর অপরাধ করলেও ভগবান্ কাউকেই নির্বাসনে পাঠাতে পারেন না, কারণ তাঁর জানা নেই তাঁর শাসনের বাইরে কোনো দেশ আছে কি-না। কিন্তু সম্রাট্ আপনি তা পারেন। তাই না আমি বলছিলাম যে, এমন কাজ আছে যা আপনি পারেন, কিন্তু ভগবান্ করতে পারেন না।"

আকবর এই উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং অন্যান্য পারিষদেরা বীরবলের বুদ্ধির কাছে তাঁদের পরাজয় মেনে নিলেন ?

সুখী কে ?

একদিন বাদশা দরবারে বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বীরবল, পৃথিবীতে সুখী কে ?"

"সম্রাট," উত্তর দিলেন বীরবল, "কোনো জীবিত মানুষই সুখী নয়। একমাত্র মৃত্যুর পরেই সে প্রকৃত সুখী হয়।"

"সে কী রকম ?" বাদশা বললেন।

"খুবই সোজা কথা। আজ যে সুখী, কাল সে দুঃখী হ'তে পারে। মানুষ জানে না কখন্ সে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাবে। তার কেবলই ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য। আসন্ন দুঃখের অন্ধকার তার সুখের সমস্ত আশাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখী লোক বিরল। যাকে দেখে মনে হয় সুখী, জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন তার কোনো-না-কোনো বিষয়ে একটা দুঃখ আছেই ; এই যে আপনি সুখী মানুষ, আপনার কি কোনো দুঃখ নেই ? তাই আমার মতে প্রকৃত সুখ আসে মৃত্যুর পরে, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুঃখেরও শেষ হয়ে যায়।"

মনের কথা

একদিন বাদশা পারিষদবর্গকে বললেন, "আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে, দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক লোকের মনের সবচেয়ে যে বড় কথাটি সেটি বলে দিতে পারেন ?"

বাদশার এই অদ্ভুত কথা শুনে পারিষদদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো। তাঁদের আশঙ্কা হলো হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ-না-কেউ তাঁদের মনের কথা নিশ্চয়ই বলে দেবে। ভয়ে তাঁরা বিবর্ণ হ'য়ে উঠলেন এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা কেউ করলেন না। যখন তাঁরা বাদশাকে তাঁদের অক্ষমতা জানালেন, তখন বাদশা বীরবলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

বীরবল বললেন, "আমি কি প্রত্যেকের মনের কথা আলাদা আলাদা বলব, না সকলের মনের কথার সারাংশ বলব ?"

"যদি সারাংশ বলতে পারো, তবে তাই বলো।" সম্রাট্ বললেন।

"এই দরবারে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের মনের কথা একটি। সেটি এই : বাদশার এই বিরাট

সাম্রাজ্য, এই সুখসম্পদ্ ও গৌরব যেন চিরস্থায়ী হয়। যদি আমার এই কথায় সম্রাটের কোনো সংশয় হয়, তাহলে আপনি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।”

বাদশা ও পারিষদবর্গ বীরবলের এই চমৎকার উত্তরে খুব প্রীত হলেন।

---

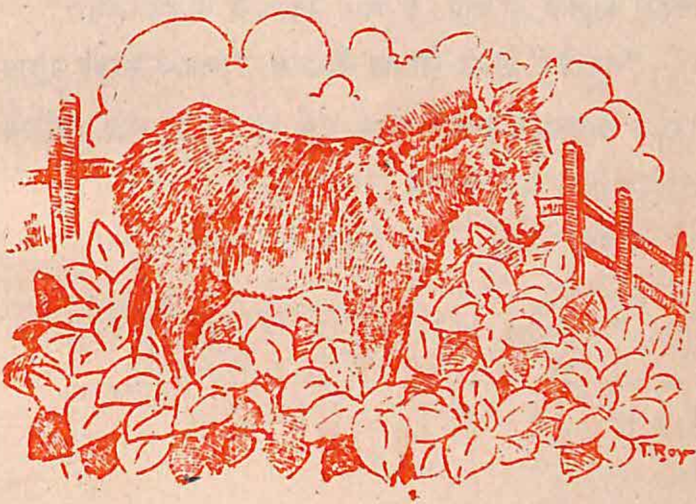
(৪৭)

তামাক খায় কে ?

বীরবলের একটা দোষ ছিল। তিনি বড্ড তামাক খেতেন। আকবর এই তামাক খাওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি নিজে তামাক খেতেন না। একদিন বাদশা ও বীরবল দু'জনে প্রাসাদের অলিন্দে বসে আছেন। তাঁদের দৃষ্টির সামনে দিগন্ত বিস্তৃত তামাকের ক্ষেত। প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যে দু'জনেই তন্ময়। এমন সময় বাদশার দৃষ্টিপথে একটি গাধা পড়লো। তামাক ক্ষেতের মধ্যে গাধাটা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তামাক পাতার ওপর গাধাটির কোনো নজর নেই।

"ঐ দেখ বীরবল, গাধাতেও তামাক খায় না !" বললেন আকবর ।

বীরবল বাদশার এই মন্তব্যের অর্থ বুঝলেন। তাঁর তামাক খাওয়াকে ঠাট্টা করেই সম্রাট এই উক্তি করলেন,



এ তাঁর বুঝতে দেরি হলো না। কিন্তু তিনিও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। অমনি বললেন, "হ্যাঁ, সম্রাট, একমাত্র গাধাতেই তামাক স্পর্শ করে না।"

বীরবলের এই সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উপস্থিতবুদ্ধি বাদশা বিশেষভাবেই উপভোগ করলেন।

(৪৮)

স্বর্গ ও নরক

একদিন বাদশা বীরবলকে বললেন, "বীরবল, বলতে পারো স্বর্গে-ই বা যায় কে আর নরকে-ই বা কে যায় ?"

"সম্রাট," উত্তর দিলেন বীরবল, "লোকে যাদের মৃত্যুর পরেও ভালবাসে তারাই স্বর্গে যায়, আর যারা মরে গেলেও লোকে ঘৃণা করে, তারাই যায় নরকে।"

বীরবলের এই উত্তরে বাদশা খুব সন্তুষ্ট হলেন।

---

(৪৯)

পেটুক কে ?

একদিন বিকেলবেলায় বাদশা ও বেগম দু'জনে অন্দর-মহলে ব'সে আম খাচ্ছিলেন। বাদশা করছিলেন কি আমের রস চুষে নিয়ে আঁটি ও খোসাগুলো বেগমের পাশে রাখছিলেন। এইভাবে বেগমের পাশে স্তূপীকৃত আঁটি ও খোসা জম্‌লো। এমন সময় এলেন বীরবল।

বীরবলকে দেখে বাদশার ইচ্ছে হলো বেগমের সঙ্গে একটু কৌতুক করবেন। তিনি বললেন, "বীরবল, বেগম কী রকম পেটুক দেখেছ। কী পরিমাণ আম তিনি খেয়েছেন তার প্রমাণ স্তূপীকৃত এই আঁটি ও খোসা।"



বাদশার ঠাট্টায় বেগমের খুব রাগ হলো। তিনি বড় বিব্রত বোধ করলেন। বীরবল বেগমের অবস্থাটা বুঝলেন। তিনি তখনি বেগমের হ'য়ে উত্তর দিলেন, "সম্রাট, এ সঙ্গ দোষের ফল।"

"তুমি কী বলতে চাও বেগম আমার সঙ্গে থেকে পেটুক হয়েছেন।" বললেন আকবর।

"ঠিক তা নয়, সম্রাট ! স্ত্রী হলেন সহধর্মিণী ; কাজেই স্বামী যা করেন, স্ত্রীও তার অনুসরণ করেন।" উত্তর দিলেন বীরবল।

"কিন্তু আমি তো পেটুক নই, আর অত আমও আমি খাইনি। এই দেখ আমার পাশে একটিও আঁটি বা খোসা নেই, যত আঁটি ও খোসা সব বেগমের পাশে।" বললেন বাদশা।

"আমিও তাই বলছি, সম্রাট্। বেগম সাহেবা তো খালি আম চুষেছেন, আর আপনি দেখছি কিছুই বাদ দেন নি, আঁটি ও খোসা শুদ্ধ সব উদরসাৎ করেছেন।"

বাদশার মুখে আর কথা নেই। বেগমেরও খুব আনন্দ হলো এবং এই সুযোগে তিনিও টিপ্পনি কাট্লেন, "আমি এখানে না থাকলে বাদশা তো এই আঁটি ও খোসার রাশও খেয়ে ফেলতেন।"

বীরবলের স্বর্গারোহণ

দরবারে বীরবলের জনপ্রিয়তা অন্যান্য পারিষদদের হিংসার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো। তারা সবাই মিলে বীরবলের প্রাণনাশের চক্রান্ত করলো। কোনা বিষয়ে বীরবলের যদি ভুলচুক হতো, তারা তা ফলাও ক'রে বাদশার কানে তুলতো। কিন্তু বীরবলকে তারা কিছুতেই বেকায়দায় ফেলতে পারল না। অবশেষে একদিন একজন পারিষদ বাদশার নাপিতের সাহায্যে বীরবলের জীবননাশের চেষ্টা করলো। নাপিতরা কামাবার সময় শুধু তাদের কাঁচি আর ক্ষুরই ব্যবহার করে না, রসনারও ব্যবহার ক'রে থাকে তারা। বাদশার নাপিত প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না; তারপর অনেক প্রলোভন দেখাবার পর ধূর্ত নাপিত সম্মত হলো।

একদিন সকালে যখন সে বাদশার হাজামত্ করছিল, তিনি তখন বেশ খোস মেজাজে ছিলেন। কামাতে কামাতে নাপিত বললে, "আমি সম্রাটের পিতারও নাপিত ছিলাম। কী চক্‌চকে আর রেশমের মত নরম ছিল তাঁর দাড়ি।"

"তাই নাকি?" সম্রাট্ বললেন নিস্পৃহভাবে।

"সম্রাটের পিতামহকে কামাতেন আমার বাবা। শুনেছি তাঁর চুল ছিল একেবারে ভেলভেটের মতো।"

"তা হবে।"

"যদি সম্রাট্ অনুমতি করেন তাহলে আমি একটা কথা বলব।"

"বলো।"

"সম্রাট্ তো এখানে বেশ হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু স্বর্গে আপনার পিতা কী করছেন?"

"তা আমরা এখানে ব'সে কী করে জানবো?"

"জানা শক্ত নয়।" উত্তর দিলে ধূর্ত নাপিত। "আমি একজন সাধুকে জানি, যিনি অলৌকিক শক্তি বলে আপনার পিতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং যিনি তাঁর কাছ থেকে বাণী আনতে পারবেন।"

"সত্যি? যদি তাই হয়, তাহলে আমার পিতৃপুরুষদের আনার ব্যবস্থা কর না কেন?" বললেন সম্রাট্।

কিছু দিন কেটে গেল। একদিন নাপিত আকবরের কাছে এসে বললে, "সম্রাট্! আমি সাধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি। কিন্তু স্বর্গে পাঠাবেন কাকে? একজন বুদ্ধিমান্ লোক ভিন্ন আর কাউকে তো এ-কাজের ভার দেওয়া চলে না।"

"কিন্তু তেমন বুদ্ধিমান লোক কই আমার দরবারে?" বললেন সম্রাট।

"কেন আপনার মন্ত্রী বীরবল বুদ্ধিমান্ রয়েছেন। এ-কাজের জন্যে তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকেই স্বর্গে পাঠান।"

"কিন্তু বীরবল গেলে চলবে কেমন ক'রে? তার কাজ করবে কে?" বললেন বাদশা।

"তা ঠিক।" উত্তর দিলো নাপিত, "তবে এ-কাজ তো আরো জরুরী। যদি সাধারণ কোনো লোক সেখানে যায়, আপনার পূর্বপুরুষেরা রাগ করতে পারেন।"

"তাই যদি হয় তবে বীরবলকেই সেখানে পাঠাতে হবে দেখছি," বললেন বাদশা একটু বিবেচনা করে। "কিন্তু তাকে স্বর্গে পাঠাতে হ'লে কী প্রক্রিয়া করতে হবে?"

"আজ্ঞে বিশেষ কিছু নয়" বললে নাপিত। "বীরবলকে শবযাত্রার মতো ক'রে নিয়ে যেতে হবে। তারপর তাঁকে চন্দন-কাঠের এক চিতার ওপর বসাতে হবে। তখন সাধু এসে মন্ত্র পড়বেন, চিতায় আগুন দেওয়া হবে। চিতা যখন ধূধূ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে, বীরবল তখন স্বর্গে চলে যাবেন। সেখানে আপনার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর তিনি আবার ফিরে আসবেন।"

"এ আর এমন কি কঠিন কাজ," বললেন বাদশা। "তা হ'লে বীরবলকে একবার ডেকে পাঠাই।"

বীরবল এলেন। সম্রাট্ বললেন, "বীরবল, তোমাকে

একবার স্বর্গে যেতে হবে, এবং সেখান থেকে আমার পিতৃ-পুরুষদের সংবাদ নিয়ে আসতে হবে ”

“সম্রাট্ !” বীরবল বললেন, “তাও কি কখনও সম্ভব ?”

“কেন সম্ভব হবে না ?” বাদশা বললেন। “আমার নাপিত তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।”

“কিন্তু সম্রাট্, কখনও শুনেছেন যে স্বর্গ থেকে কেউ ফিরে এসেছে ?”

“নাপিতকে জিজ্ঞাসা কর,” বললেন আকবর। “ও একজন সাধুকে জানে। তিনিই লোককে স্বর্গে পাঠাতে পারেন এবং পরলোকগতদের সংবাদ আনাতে পারেন।”

“সম্রাট্ কী এই নাপিতের কথা বিশ্বাস করেন ?” বললেন বীরবল।

“কেন করব না। ওর মিথ্যে বলে লাভ কি !” বললেন বাদশা।

“হাজার হোক নাপিত তো,” বীরবল বললেন, “ওর ব্যবসা কামানো, এর বেশি ও কী জানে ?”

“আমি অনেক সাধুর খবর জানি, যাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে।” বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বললে নাপিত।

“কিন্তু সম্রাট্, নাপিতকে বিশ্বাস করব কেমন করে ?”

“তাহলে বলুন আপনি যেতে চান না ?” নাপিত বললে।

"হ্যাঁ তাই।" বীরবল উত্তর দিলেন, "তোমার যদি সাধ হ'য়ে থাকে তাহলে বরং তুমিই স্বর্গে যাও। মৃতেরা তোমাকে দেখে খুশি হবেন।"

"না, বীরবল," বাদশা বললেন, "আমার পিতৃপুরুষদের কাছে একটা সামান্য নাপিতকে পাঠান ঠিক হবে না।"

বীরবল দেখলেন বাদশার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তখন তিনি বললেন, "বেশ, আমিই যাবো, সম্রাট্; কিন্তু আমি তো স্বর্গের রাস্তা চিনি না।"

আকবর তখন স্বর্গে যাবার উপায় ব'লে দিলেন। সব কথা শোনার পর বীরবল বুঝলেন তাঁর প্রাণনাশের জন্য একটা ভীষণ চক্রান্ত হয়েছে দরবারে। তিনি বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন এবং তারই নিজের ফাঁদে নাপিতকে ফেলবেন ঠিক করলেন। তিনি বললেন, "সম্রাট্ স্বর্গে যেতে হ'লে আমার প্রচুর টাকার দরকার এবং আমার অনুপস্থিত কালে আমার পরিবারবর্গের খরচের জন্যও টাকার দরকার।"

আকবর বীরবলকে তাঁর প্রয়োজনমত অর্থ দিলেন এবং স্বর্গারোহণের আয়োজন করবার জন্য দু'মাসের ছুটিও দিলেন। এই অবসরে বীরবল গোপনে তাঁর বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করলেন। সুড়ঙ্গটির দুই দিকে দুটো মুখ থাকলো।

দুইমাস বাদে বীরবল এলেন দরবারে। তাঁকে বিরাট

শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে। সাধুটিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বীরবল মাটির ওপর বসলেন, তাঁর চারদিকে চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে দেওয়া হলো। সাধু মন্ত্র পড়লেন এবং চিতায় আগুন লাগিয়ে দিলেন। সকলের অলক্ষ্যে বীরবল আগুনের ওপর একটা চূর্ণ নিক্ষেপ করলেন। অমনি চিতার আগুন থেকে ভীষণ ধোঁয়া উঠ্‌তে লাগলো। ধোঁয়ার মধ্যে বীরবলকে আর দেখা যায় না। সেই সুযোগে বীরবল নীচের সুড়ঙ্গ মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে তিনি নিজের বাড়ি পৌঁছলেন।

বাড়ি পৌঁছেই বীরবল সাধুর বেশ নিলেন এবং সাধুর বেশে শ্মশানের জনতার মধ্যে উপস্থিত হলেন। সমবেত পারিবারবর্গের মধ্যে আলোচনা থেকে তিনি সেই পারিষদের নামটা জেনে নিলেন, যে এই অনিষ্টসাধন করেছে। যখন চিতা সম্পূর্ণরূপে জ্বলে উঠ্‌লো তখন সকলে ভাব্‌লো যে বীরবলের দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। বীরবলের শত্রুদের আনন্দ দেখে কে!

বীরবল কিছুদিন নিজের বাড়িতেই আত্মগোপন ক'রে রইলেন। কয়েকদিন বাদে যখন তাঁর গোঁফদাড়ি খুব বড় হলো, তখন একদিন বিচিত্র পোশাক পরিধান ক'রে বীরবল দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশা প্রথমে চিনতে

পারেন নি, তারপর যখন জানতে পারলেন যে, তিনি বীরবল, তখন তিনি আনন্দের সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন, "বীরবল, তুমি স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছ ?"



"হ্যা, সম্রাট্," উত্তর দিলেন বীরবল, "ভগবানের কৃপায় আমি নিরাপদেই ফিরে এসেছি।"

"আমার পিতৃপুরুষেরা সেখানে কেমন আছেন ?" তাঁরা কি আমাকে স্মরণ করেন ?"

"তাঁরা ভালই আছেন, সম্রাট্। কালক্রমে সম্রাটের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে তাঁরা খুব খুশি হয়েছেন। কিন্তু......"

"কিন্তু কি ?"

"বিশেষ কিছু নয় ।"

"মনে হয় কিছু বলবার আছে ।"

"সামান্য কথা, সম্রাট্ !"

"আমাকে বলো, কি ?"

"দেখলাম তাঁরা সকলেই সুখে আছেন, খাওয়া-দাওয়া নিয়মিত করেন। তবে একটা বিষয়ে তাঁদের বড় অসুবিধা ।"

"কি ? হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল না ।"

"কথা হচ্ছে যে স্বর্গে কোনো নাপিত নেই ।"

"কেন, কোনো মৃত নাপিত কি সেখানে যায় নি ?"

"সম্রাট্, আজ পর্যন্ত কোনো নাপিত স্বর্গে যায় নি, ফলে আপনার পূর্বপুরুষদের ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে। তাঁদের চুল দাড়ি এত বড় হয়েছে যে, তাঁদের চলাফেরা করতে বড় কষ্ট হচ্ছে। পায়ে দাড়ি জড়িয়ে তাঁরা হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যান। দু'একবার তাঁরা নিজেরা কামাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্ষুরে তাঁদের মুখ রক্তাক্ত হ'য়ে যায়। সম্রাট্ আকবরের পূর্বপুরুষদের এই হাল দেখে স্বর্গের অন্যান্য অধিবাসীরা খুব ঠাট্টা করেছিল ।"

"তাই যদি হয় তবে এখান থেকে স্বর্গে একটা নাপিত পাঠিয়ে দিলেই হয় ।"

"তা যদি পারেন তবে তাঁরা খুবই খুশি হবেন। এখানকার দরবারের নাপিতকে তাঁদের বেশ মনে আছে, দেখলাম।"

তখন যে পারিষদটি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। সেটিকেও নাপিতের সঙ্গে তার পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন।

আকবর তাদের তখুনি ডেকে পাঠালেন এবং স্বর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বললেন।

বীরবলকে দেখে তাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। তারা জানতো যে, সেখানে গেলে পৃথিবীতে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না। তাই তারা এই ভীষণ সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু বাদশার আদেশ কিছুতেই নড়চড় হবে না। এইভাবে বীরবলকে মারতে গিয়ে তারা নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হলো।